POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী
আল্লাহ্‌র বাণী

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা (তোমাদের) অঙ্গীকার সমূহ পূর্ণ কর।

(সূরা মায়েদা, আয়াত: ২)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 36

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 4 Sep, 2025 11 রবিউল আওয়াল-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সফরকালে বিলম্বে নামায জমা করা

১০৯১) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত: আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে দেখেছি, যখন সফরে তিনি শীঘ্রই যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন, তখন তিনি মগরিব ও এশার নামাযে দেরি করতেন এবং উভয় নামাযকে একত্রে পড়তেন। সালিম বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ (বিন উমর) ও এমনটাই করতেন, যখন তারা শীঘ্র সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করতেন।

১২১৬) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আমি নবী (সা.) কে তিনি নামায রত অবস্থায় সালাম করতাম আর তিনি তার উত্তর দিতেন। আমরা যখন (ইথিওপিয়া হিজরত থেকে) ফিরে এলাম, তখন অমি তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। (পরে) তিনি বললেন- নামাযে এক প্রকার ব্যস্ততা থাকে।

১০৯৭) হযরত আমির বিন রাবিয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে দেখেছেন, উটের উপর নফল নামায পড়তে। তিনি (রুকু ও সিজদা) মাথার ইঙ্গিতে করছিলেন। তাঁর অভিমুখ সেদিকেই ছিল যেদিকে উট হেঁটে চলেছিল। রসুলুল্লাহ (সা.) ফরজ নামাযের ক্ষেত্রে এমনটা করতেন না।

মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়া করে।

১১২৭) হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এক রাতে তাঁর এবং রসুল তনয়া হযরত ফাতিমা (রা.) এর কাছে এসে বলেন- 'তোমরা কি (তাহাজ্জুদের) নামায পড় না?' আমি বললাম, 'হে রসুলুল্লাহ! আমাদের প্রাণ আল্লাহ্ তা'লার হাতে আছে; তিনি যেদিন ইচ্ছে করেন আমাদেরকে ঘুম থেকে তুলে দেন। আমি একথা বললে তিনি ফিরে গেলেন, কোন উত্তর করলেন না। তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে দেখেছি নিজের উরু চাপড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন- 'মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে ঝগড়া করে।' (বুখারী, ৪র্থ খণ্ড)

কাগজে লেখা নামের কি মূল্য আছে? সেই নাম আসে, একসময় আবার তা চলেও যায়। কিন্তু উর্ধ্বলোকে যে নাম লেখা হয় তা কখনও মুছে যায় না, এর প্রভাব চির অক্ষয় হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র

যদি কোন ব্যক্তি আত্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে চাঁদা দেয় কিম্বা আমাদের কোন ধর্মীয় প্রয়োজনে আর্থিকভাবে অংশগ্রহণ করে, তবে নিশ্চয় জেনে রেখো এমন ব্যক্তি জাগতিক খ্যাতি ও নামডাকের অভিলাষী। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্ তা'লার জন্য এই পথে পদচারণা করে এবং ধর্মের সেবায় অবিচল থাকে, সে এ নিয়ে মোটেই ভাবিত হয় না। জগতের খ্যাতির কোন মূল্য নেই। সেই নামেরই মূল্য আছে যা আকাশে লেখা হয়। কাগজে লেখা নামের কি মূল্য আছে? সেই নাম আসে, একসময় আবার তা চলেও যায়। কিন্তু উর্ধ্বলোকে যে নাম লেখা হয় তা কখনও মুছে যায় না, এর প্রভাব চির অক্ষয় হয়ে থাকে। আমার অনেক নিষ্ঠাবান বন্ধু আছে, যাদেরকে তোমরা হয়তো খুব কমই চেন, কিন্তু তারা সব সময় আমার সঙ্গ দিয়েছে। যেমন- আমি উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, মির্যা ইউসুফ বেগ সাহেব আমার অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত বন্ধু। আমি তাঁর কথা উল্লেখ করলাম যাতে এভাবে ভাইয়েদের মাঝে পরিচিতি ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। মির্যা সাহেব সেই যুগ থেকে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন যখন আমি নিভৃত জীবন যাপন করতাম। আমি দেখেছি, তাঁর অন্তর নিষ্ঠা ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ, সর্বক্ষণ জামাতের সেবার জন্য তাঁর মধ্যে এক প্রকার উদ্দীপনা কাজ করে। এমনই আরও অনেক বন্ধু আছেন, সকলেই নিজের নিজের ঈমান এবং মারেফাত অনুসারে নিষ্ঠা ও অকুণ্ঠ ভালবাসায় আপ্লুত।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬০)

কাফেররা আশ্চর্যান্বিত ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তির উপর কিভাবে ওহী হল? একই অবস্থা বর্তমান যুগের অনেক মুসলমানদের। তারাও একথা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদেরকে লাঞ্ছনা এবং পশ্চাদপদতা থেকে বের করবেন- আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির জন্ম হতে পারে না যে আমাদের চিকিৎসা করবে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইউনুসের ৪ নং আয়াত- أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ এর ব্যাখ্যায় বলেন-কাফেররাআশ্চর্যান্বিত ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে একব্যক্তির উপর কিভাবে ওহী হল! অধঃপতিত জাতির মধ্যে এই চেতনা কাজ করে যে তাদের মধ্যে কোনও বড় সত্তা সৃষ্টি হতে পারে না। অর্থাৎ কাফেররা নিজেদের বিষয়ে এতটাই আশাহত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের চিকিৎসা যে তাদের মধ্যেই বিদ্যমান সেকথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাদের ধারণা ছিল, তাদের উন্নতি এবং সমৃদ্ধির এবং চিকিৎসার জন্য বাইরে থেকে কারো আসা উচিত। একই অবস্থা বর্তমান যুগের অনেক মুসলমানদের। তারাও একথা বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশ থেকে নেমে এসে আমাদেরকে লাঞ্ছণা এবং পশ্চাদপদতা থেকে বের করবেন- আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তির জন্ম হতে পারে না যে আমাদের চিকিৎসা করবে। এবিষয়টিতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির সঙ্গে তাদের কিরূপ সামঞ্জস্য রয়েছে - সেই একই নিরাশা আর একই চিকিৎসার উপায়!

যারা জাতির উন্নতির জন্য হয় কোন উৎসাহ রাখতেন না, কিম্বা মনে করতেন, বাহ্যিক চিকিৎসা ছাড়া কিছুই হতে পারে না, যখন তাদের মধ্য থেকেই তাদের ভাই দাবি করল, 'আমি তোমাদের চিকিৎসা করব আর তোমাদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাব, তখন তাদের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তারা আশ্চর্যচকিত ছিল যে, যে বিষয় সম্ভব ছিল না তা সম্ভব করার দাবি এ কিভাবে করল?

দ্বিতীয় যে বিষয়টি তাদের জন্য আশ্চর্যের ছিল তা হল, এই দাবিদার দাবি করছে যে, তাকে মানুষকে সতর্ক করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কিছু পুরোনো কথা ত্যাগ করে কিছু নতুন বিষয় অবলম্বন কর। এমন মানুষদের জন্য সব সময় একথা বিস্ময়ের হয়ে থাকে যে, রসূল বলছে বর্তমান ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থাপনা অবলম্বন কর। কাফেরদের এই দুটি কথার মধ্যে স্ববিরোধ রয়েছে। একদিকে তো তাদের মধ্যে এতটা হতাশা রয়েছে যে, তারা মনে করে, তাদের চিকিৎসার জন্য তাদের মধ্য থেকে কেউ আসতে পারেনা। অপরদিকে তারা এনিয়ে লড়াই করে যে, তাদের ব্যবস্থাপনা কেন বদলে দিচ্ছ? অধঃপতিত জাতির এমনই দশা হয়ে থাকে। তারা চায় যেন কিছু ত্যাগ করতে হয় আর না কিছু কাজ করতে হয়। এক ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে তাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা বজায় রেখে তাদেরকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। এরজন্য তাদেরকে শিক্ষা অর্জনও করতে হবে না, পরিশ্রমও করতে হবে না কিম্বা কোনও মন্দ কর্ম ত্যাগ করতে হবে না। বরং এক ব্যক্তি বাইরে থেকে এসে অন্যদেরকে মেরে ফেলবে আর সব কিছু তাদের হয়ে

শেষাংশ ৬ পাতায়..

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনিতে অতিথি আপ্যায়নের এমন অনেক ঘটনা আমরা দেখতে পাই। একবার লোকদের তিনি (আ.) বলেছিলেন, 'সবসময় আমার এই চিন্তাই থাকে, কোনো অতিথির যেন কষ্ট না হয়, বরং এ প্রতি সবসময় গুরুত্বারোপ করি- অতিথিদের যথাসম্ভব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা হোক। অতিথিদের হৃদয় আয়নার ন্যায় ভঙ্গুর হয়ে থাকে। মৃদু আঘাতেই হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।'

অতিথিদের পক্ষ থেকে যদি কোনো কঠোর কথা শুনতেও পান, তবুও উত্তম নৈতিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা উপেক্ষা করুন।

লঙ্গারখানার বিষয়ে মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা হলো, এমন অতিথির আতিথেয়তা করো। সেখানে একথাও বলেছেন যে, জলসার সময় যেন একই ধরনের খাবার রান্না করা হয়, যা সকল অতিথিদের খাওয়ানো যাবে। কেননা সেখানে অনেক মানুষ হয়ে থাকে আর তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করা কঠিন।

যে দস্তরখানে সবাই খেয়েছে, সেখানে যদি রুটির কিছু টুকরো বা তরকারি পড়ে থাকে, তাই নিয়ে এসো, আমি সেগুলোই খেয়ে নেব। এরপর তিনি সেই বেঁচে যাওয়া রুটির টুকরো এবং তরকারি খেয়েছেন, যা অন্যরা ফেলে গিয়েছিল। এটি তাঁর একটি অনন্য আদর্শ , যা তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তাই সব সময় মনে রাখতে হবে, আমাদের উচিত রিজিক নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা।

এই তিনদিনে তখনই আমাদের উপকার লাভ হতে পারে যখন আমরা এই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবো এবং এরপর এর ওপর আমল করার অঙ্গীকার করবো। আর এ উদ্দেশ্যে নিজ হৃদয় সমূহকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের জিহ্বাকে আল্লাহ্‌র স্মরণে ব্যাপৃত রাখবো। জলসায় বসেও আল্লাহ্‌র স্মরণে রত থাকুন, দোয়া করতে থাকুন, দরূদ পড়তে থাকুন। এরপর যখন বক্তৃতা শুনবেন তখন আপনার ওপর বিশেষ প্রভাব পড়বে।

আমাদেরকে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের উদ্দেশ্য হল নিজেদের সংশোধন করা, নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা। নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদেরকে পরিপূর্ণ চেষ্টাপ্রচেষ্টা করতে হবে। চারিত্রিক দিক দিয়ে নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে হবে, নিজের বন্ধু ও ভাইদের জন্য আত্মত্যাগের স্পৃহা সৃষ্টি করতে হবে এবং অন্তরের বিদ্বেষ দূর করাও (জলসায় যোগদানের) অনেক বড়ো একটি উদ্দেশ্য।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৫ জুলাই, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (২৫ ওয়াফা, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ সন্ধ্যা থেকে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার কার্য ক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হবে, ইনশাআল্লাহ্। এই জলসা, যেমনটি হযরত আকদাস মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, (এই জলসা) বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এতে জামা'তের জ্ঞানগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তালা সকল অংশগ্রহণকারীদের এ থেকে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এখন আমি জলসায় দ্বায়িত্ব পালনকারীদের এবং অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলব। ইসলামে অতিথিদের সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-ও এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন- অতিথিকে তার ন্যায্য অধিকার প্রদান করো।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-৪৭)

আর এই ন্যায্য অধিকার হচ্ছে পরিস্থিতি মোতাবেক তাকে কিছুদিন আপ্যায়ন করা। মহানবী (সা.)-এর এই উপদেশের প্রভাবে সাহাবীরা ত্যাগ স্বীকার করে আতিথেয়তা করতেন। প্রাথমিক যুগে সাহাবীদের স্বাচ্ছন্দ্যে বা আরামে দু -বেলা খাবার গ্রহণ করার অবস্থা ছিল না।

সাহাবীরা নিজেদের এবং স্ত্রী-সন্তানদের পেট কেটে, তথা নিজেদের প্রাপ্য অধিকার ত্যাগ করে আতিথি আপ্যায়ন করতেন। এ প্রসঙ্গে একজন সাহাবীর অতিথি আপ্যায়নের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। একদা এক সাহাবীর ঘরে অতিথি আসে যাকে মহানবী (সা.) সেই সাহাবীর সাথে প্রেরণ করেন। তিনি যখন খোঁজ নেন তখন তার স্ত্রী জানান যে, ঘরে শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্য অল্প কিছু খাবার অবশিষ্ট আছে। কিন্তু তারা অতিথির কথা চিন্তা করে নিজ সন্তানদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন এবং অতিথিকে ঘরে নিয়ে আসেন। তারা রাতের খাবার খান নি বরং প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে এমন আচরণ করেন যেন তারাও খাবার খাচ্ছেন। তারা নিজেরাও ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন আর বাচ্চারাও ক্ষুধার্ত থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আনন্দিত হয়ে এই কাজটির প্রশংসা এরূপে করেছেন যে, মহানবী (সা.)-কেও এর সংবাদ দেন। পরদিন সকালে সেই সাহাবী যখন মহানবী (সা.) সমীপে উপস্থিত হলেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমরা রাতে যে অতিথিকে খাবার খাইয়েছিলে এবং খাবার খাওয়ানোর যেই কৌশল তোমরা অবলম্বন করেছিলে, এতে খোদা তা'লা খুশি হয়েছেন এবং অনেক হেসেছেন। (মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস-২০৫৪)

এটি হলো অতিথি সেবার মর্যাদা। অতএব আজকাল এই দিনগুলোতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিরা যারা জলসা শুনতে এসেছেন, তাদের সব ধরনের সেবা এবং আতিথেয়তা করা প্রত্যেক কর্মী, প্রত্যেক ডিউটি প্রদানকারী এবং প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বায়িত্ব যারা কোনো না কোনো বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন।

এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে পরিশ্রম, ধৈর্য এবং দোয়ার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করা উচিত।

অতিথিদের পক্ষ থেকে যদি কোনো কঠোর কথা শুনতেও পান, তবুও উত্তম নৈতিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা উপেক্ষা করুন। এখানে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। আমি বিগত খুতবায়ও

সংক্ষেপে উল্লেখ করেছিলাম যে, প্রত্যেক বিভাগের অফিসার এবং তার সহকারীরা যেন নিজ দায়িত্ব সুন্দরভাবে এবং উত্তম নৈতিকতার সাথে পালন করে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। অতিথিদের সাথে কীভাবে উত্তম আচরণ করতে হবে, তিনি (আ.) বিশেষভাবে এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতেন। তাঁর (আ.) বিভিন্ন বক্তব্য এবং বিভিন্ন উপদেশ তাঁর সীরাতের গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে।

আসাম থেকে আসা অতিথিদের তিনি (আ.) কীভাবে তাদের সেবাযত্ন করেছেন- সে বিষয়ে একটি বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। এই ঘটনা আমরা শুনি আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কীভাবে তাদের যত্ন নিয়েছেন তা শুনে আমরা আনন্দিত হই। কিন্তু এটি সে-সব কর্মকর্তাদের জন্য ও কর্তব্যরত ব্যক্তিদের জন্য এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার উদ্দেশ্যে নিজেদের উপস্থাপনকারী সকল মানুষের জন্য একটি শিক্ষণীয় ঘটনা। ঘটনাটি হলো, একদা আসাম থেকে কিছু অতিথি আসে এবং যখন লঙ্গারখানায় নিজ বাহন থেকে নামে। তখন তাদের বলা হয় যে, মালপত্র নামাও। সে-সময় লঙ্গারখানায় যে কর্মকর্তারা ছিল, তাদের আচরণ সংগত ছিল না। এর ফলে তারা অসন্তুষ্ট হন এবং যে ঘোড়ার গাড়িতে তারা এসেছিলেন, সেই গাড়িতে করে আবার ফেরত চলে যেতে থাকেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন এই ঘটনা জানতে পারেন, তখন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন যে, অতিথিদের অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবার মতো অবস্থা কেন সৃষ্টি হলো? তিনি (আ.) তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে এমনভাবে বের হন যে, তাড়াহুড়োতে জুতাও ঠিক ভাবে পরতে পারেন নি আর দ্রুতপায়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। অতিথিরা যদিও টাংগা অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়িতে আরোহিত ছিলেন আর তারা যথেষ্ট দূরেও চলে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি (আ.) পায়ে হেঁটে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। বর্ণনায় উল্লেখ আছে, কাদিয়ানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর কাছে গিয়ে তিনি (আ.) তাদের নাগাল পান এবং তাদেরকে থামান। এরপর তিনি তাদের ফেরত নিয়ে আসেন। তিনি (আ.) যেভাবে তাদেরকে ফেরত নিয়ে আসেন, এর মাঝেও অতিথিদের সম্মান ও মর্যাদার এক অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশ ছিল। তিনি (আ.) অতিথিদের বলেন, আপনারা আপনাদের বাহনে বসে থাকুন, ঘোড়ার গাড়িতে বসে থাকুন আর আমি পায়ে হেঁটে আপনাদের সাথে যাচ্ছি। যাহোক, তাঁর (আ.) এই আচরণ দেখে অতিথিরাও লজ্জিত হয়ে বলে আমরা ঘোড়ার গাড়িতে বসে যেতে পারি না। আমরাও আপনার সাথে পায়ে হেঁটে যাবো। তারা বারবার একথাই বলছিল যে, হুযূর! আমরা বসে যেতে পারব না, আমরাও আপনার সাথেই যাবো। যাহোক এভাবে তারা কাদিয়ানে ফেরত আসে। লঙ্গরে এসে তিনি (আ.) নিজে অতিথিদের মালপত্র নামাতে হাত বাড়ান কিন্তু কর্মকর্তারা যেহেতু নিজ ভুল বুঝতে পেরেছিল আর তারাও অত্যন্ত লজ্জিত ছিল, তাই তারা দ্রুত সামনে এগিয়ে মালপত্র নামাতে শুরু করে। এরপর তারা যেহেতু আসামের লোক ছিল তাই মসীহ মওউদ (আ.) তাদের খাবারের বিষয়েও বিশেষ ব্যবস্থা করেন ।

(সীরাতুল মাহদী, হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. ৪র্থ ভাগ, পৃ: ৫৬-৫৭)

এখানে এটিও স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, লঙ্গারখানার বিষয়ে মসীহ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা হলো, এমন অতিথির আতিথেয়তা করো। সেখানে একথাও বলেছেন যে, জলসার সময় যেন একই ধরনের খাবার রান্না করা হয়, যা সকল অতিথিদের খাওয়ানো যাবে। কেননা সেখানে অনেক মানুষ হয়ে থাকে আর তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করা কঠিন।

[সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.), প্রণেতা-হযরত ইয়াকুব আলি ইরফানি সাহেব, পৃ: ১৪৯]

একইভাবে অতিথি আপ্যায়নের আরো একটি দৃষ্টান্ত হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব বর্ণনা করেন। তিনি (রা.) বলেন, আমার স্মরণ আছে। একদা আমি লাহোর থেকে কাদিয়ান এসেছিলাম। এটি সম্ভবত ১৮৯৭ বা ১৮৯৮ এর ঘটনা। আমাকে হুযূর (আ.) মসজিদে মুবারকে বসান যা তখন খুব ছোট জায়গা ছিল। পরবর্তীতে এটি সংস্কার করার পর মসজিদ কিছুটা বড়ো হয়েছিল। এটিকে কিছুটা প্রশস্ত করা হয়েছিল। তিনি (আ.) বলেন, আপনি এখানে বসুন, আমি আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসছি। একথা বলে তিনি ভিতরে যান। মুফতি সাহেব বলেন, আমি মনে মনে ভাবছিলাম, তিনি হয়ত কোনো সেবকের হাতে খাবার পাঠাবেন কিন্তু কয়েক মিনিট পর যখন মসজিদের জানালা খোলা হয়; [মসজিদ ও তার ঘরের মাঝের দেওয়ালে একটি জানালা ছিল, জানালার মতো একটা ছোট দরজা ছিল। অতএব তিনি (রা) বলেন] আমি দেখলাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বয়ং খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে আমার জন্য খাবার নিয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে বলেন, 'আপনি খাবার খান আমি আপনার জন্য পানি নিয়ে আসছি'। তিনি (রা.) বলেন, তখন অবচেতন মনে বিগলিত চিত্তে আমার অশ্রু ঝরতে থাকে এই ভেবে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের পথ প্রদর্শক ও নেতা হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে যে সেবা করছেন সেক্ষেত্রে আমাদের একে অপরের কতটুকু সেবা করা উচিত।

(যিকরে হাবিব, প্রণেতা-মুফতি মহম্মদ সাদিক সাহেব, পৃ: ৩২৭)

এটি একটি দৃষ্টান্ত ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনিতে অতিথি আপ্যায়নের এমন অনেক ঘটনা আমরা দেখতে পাই। একবার লোকদের তিনি (আ.) বলেছিলেন, 'সবসময় আমার এই চিন্তাই থাকে, কোনো অতিথির যেন কষ্ট না হয়, বরং এ প্রতি সবসময় গুরুত্বারোপ করি- অতিথিদের যথাসম্ভব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা হোক। অতিথিদের হৃদয় আয়নার ন্যায় ভঙ্গুর হয়ে থাকে। মৃদু আঘাতেই হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।' (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ১১১)

তিনি (আ.) আরো বলেন, 'কতিপয় অতিথি আবেগপ্রবণ হয়ে থাকেন।' বিশেষত আমি এখনই আসামের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত দিয়েছি। বিভিন্ন জাতির স্ব স্ব রীতিনীতি ও অবস্থা রয়েছে। কতক অল্পতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, রাগান্বিতও হয়ে যায়। অতএব, তিনি (আ.) বলেন, 'এটি নিয়ে ভেব না যে, তারা আবেগি কেন হলো! ক্রোধান্বিত কেন হলো! অতিথিদের হৃদয় তো কাঁচের ন্যায় হয়ে থাকে, আয়নার মত হয়ে থাকে। (মৃদু আঘাতেই) ভেঙ্গে যায়। তাই তাদের আঘাত লাগা ও ভেঙ্গে যাবার পূর্বেই তোমরা তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করো '।

অতএব, এ হলো সেই আদর্শ ও উপদেশ- যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বীয় নেতা ও পথ প্রদর্শকের অনুকরণে অতিথিদের অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে আমাদের প্রদান করেছেন। একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়, একবার অনেক অতিথি এসেছিলেন। তিনি (আ.) লঙ্গারখানার তত্ত্বধায়ক মিঞা নাজমুদ্দীনকে বলেন, দেখো! অনেক অতিথি এসেছে। তাদের মাঝে অনেককে তুমি চেন আর অনেককে তুমি চেন না। কিছু লোককে জানো আর কিছু লোককে জানো না। তাই এটি যথোপযুক্ত হবে, সবাইকে সম্মানিত ভেবে তাদের সেবাযত্ন করো।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৩)

সবাইকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। এটি দেখবে না যে, কে দরিদ্র আর কে বিত্তশালী, কে আমেরিকা থেকে এসেছেন বা কে পাকিস্তান থেকে এসেছেন, কে আফ্রিকা থেকে এসেছেন অথবা অন্য কোনো দেশ থেকে অথবা স্থানীয় বাসিন্দা। এখনও এটিই স্মরণ রাখতে হবে যে, সবাই অতিথি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জলসা শুনতে এসেছেন, তাই তাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তাদের সেবাযত্ন করা, অতিথি আপ্যায়ন করা আর তাদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

অতএব, দেখুন! তিনি (আ.) কীভাবে অতিথিদের সেবা করার উপদেশ প্রদান করেছেন। তিনি (আ.) তাঁর কর্মচারীদেরও বলেছেন- তোমাদের বিষয়ে আমি সুধারণা রাখি যে, তোমরা অতিথিদের ভালোভাবে সমাদর করছ আর তাদের সেবা প্রদান করতে থাকবে। অতএব, প্রত্যেক কর্মীর সর্বদা এই প্রচেষ্টা করা উচিত যে, যেখানে এবং যে বিভাগে তার দায়িত্ব রয়েছে সেখানে অতিথিদের অতিথি আপ্যায়নের প্রাপ্যতা প্রদানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন- তা খাবার খাওয়ানোর তাবুতে হোক বা অন্য কোনো স্থানে হোক, তাদের সেবা প্রদানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত। যেভাবে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন বিভাগ আছে। আইডি কার্ড তৈরি থেকে আরম্ভ করে জলসাগাহ্ পৌঁছা পর্যন্ত (বিভিন্ন) বিভাগ আছে, তাদের সাথে অতিথিদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। সেখানে প্রত্যেক কর্মী কে নিজের উত্তম আচরণ ও উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করা উচিত। খাদ্য প্রস্তুত ও খাদ্য পরিবেশন বিভাগ আছে, এই বিভাগকেও অতিথি আপ্যায়নের অধিকার প্রদান করা উচিত, কেননা এটি অতিথি আপ্যায়নের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রথমত, এ চেষ্টা থাকা উচিত যে, অতিথিদের পরিতৃপ্ত করে আহার করাতে হবে আর (দ্বিতীয়ত) সম্মানের সাথে আহার করাতে হবে। লঙ্গারখানার কর্মীদের উত্তম খাদ্য তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত আর আল্লাহ্‌র কৃপায় তারা চেষ্টাও করে থাকেন। এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ থাকবে আর ঘাটতি যেন না হয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিভাগের প্রতি গভীর দৃষ্টি দেওয়া উচিত। পরিচ্ছন্নতাও ঈমানের অঙ্গ। (এটি) তুচ্ছ কোনো বিষয় নয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।

(মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, হাদীস-২২৩)

তাই এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এর অধীনে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখাও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া আমাদের অন্যান্য ব্যবস্থাপনা যেমন গোসলখানা ইত্যাদির পরিচ্ছন্নতাও অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর যে-সব কর্মী জলসা গাহে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য লোকদের আহ্বান করে থাকেন, তারা নম্রতা ও ভালোবাসার সাথে

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া ,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। কিছু মানুষের সঠিক জ্ঞান থাকে না, ফলে তারা সম্পূর্ণ জলসা শোনে না। এখানে শৃঙ্খলার দায়িত্বে যারা বসে আছেন, তাদেরও উচিত মহিলা ও পুরুষদের ভালোবাসা ও নম্রতার মাধ্যমে বুঝানো। তরবিয়ত বিভাগও এ জন্য কাজ করে থাকে যেন তারা লোকদের জলসা গাহে বসিয়ে জলসা শোনাতে পারেন। এ সময় বাজার বন্ধ থাকবে আর থাকা উচিত। সর্বোপরি প্রতিটি স্থানে এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যে, কর্মীরা যেন এ দিনগুলোতে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির এক উন্নত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে সুধারণা পোষণ করেছেন, তদনুযায়ী পরিপূর্ণ আমল করার চেষ্টা করুন।

একইভাবে আমি কিছু কথা অতিথিদেরকেও বলতে চাই। যদিও গুটিকতক অআহমদী অতিথি এখানে এসে থাকেন এবং তাদের জন্য পৃথক একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনা রয়েছে আর বিশেষভাবে তাদের আতিথেয়তা করা হয়, কেননা তারা অআহমদী। এই গুটিকয়েক লোক ছাড়া অধিকাংশ যে-সব অতিথি রয়েছেন তারা হলেন আহমদী সদস্য।

আপনারা এখানে জলসা শোনার জন্য এসেছেন। ফলে আপনাদের জন্য ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে হয়েছে নাকি হয় নি- এদিকে মনোযোগী হবেন না। আপনাদের আতিথেয়তা সঠিকভাবে হয়েছে নাকি হয় নি অথবা কোন কর্মী কী ব্যবহার করেছে- এসবও দেখবেন না? প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিক খাবার লাভ করা এবং আপনাদের এজন্যই চেষ্টা প্রচেষ্টা করা উচিত।

আমি যদিও পূর্বেও বলেছি, মেযবানদের পূর্ণরূপে অতিথিসেবা করার চেষ্টা করা উচিত আর তারা করেও বটে। পক্ষান্তরে একইভাবে আগমনকারীদেরও দায়িত্ব হলো, কর্মীদের দ্বারা যদি কোনো দুর্বলতা, অলসতা কিংবা ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে আপনারা তা উপেক্ষা করুন।

এদের মাঝে যারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিভাগে কাজ করছে, তারা প্রশিক্ষিত কোনো লোক নয় কিংবা শৃঙ্খলা বিভাগে যারা কাজ করছে, তারা তো পুলিশ কর্মকর্তা নয় অথবা গেইটে যারা ডিউটি প্রদান করছে তারা কোনো প্রশিক্ষিত ব্যক্তি নয় কিংবা যারা ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করছে, তারাও কোনো প্রশিক্ষিত পুলিশ নয়। এরা সবাই সেচ্ছাসেবক- অতিথিদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে। তাদের মাঝে কেউ কেউ হাইস্কুলের ছাত্র, কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র, কেউ আবার অন্য পেশার সাথে জড়িত এবং ভালো পেশাজীবী ও প্রতিষ্ঠিত লোকজনও রয়েছে। এরা সবাই একটি প্রেরণা নিয়ে কাজ করছে আর তা হলো, আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবা করতে হবে।

অতএব তাদের এই আন্তরিকতার প্রশংসা করে আপনারা তাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন এবং তাদের ভুলত্রুটিগুলো উপেক্ষা করুন। আপনারা যখন এমনটি করবেন তখন সেই উদ্দেশ্য অর্জনকারী হবেন- যে উদ্দেশ্যে আপনারা এখানে এসেছেন। আর এতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরো নিখুঁত হবে।

সকল অতিথিকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে যে, তাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কী? আর সেই উদ্দেশ্য কেবল উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি এবং আল্লাহ্‌র স্মরণের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে।

খাবারের তাঁবুতে প্রত্যেক অতিথির দায়িত্ব হলো, খাবার খাওয়ার পর দ্রুত স্থান খালি করে দেওয়া, যেন অন্যরাও এসে খাবার খেতে পারে। কখনও কখনও স্থান সীমিত এবং অতিথি অধিক হবার কারণে পালাক্রমে বা কয়েক শিফটে খাবার পরিবেশন করতে হয়। সেজন্য খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্থান ছেড়ে দেবার প্রতি খেয়াল রাখুন। সেখানে দাঁড়িয়ে গল্প বা আলাপচারিতায় সময় নষ্ট করবেন না। বাইরে এসে কথা বলতে চাইলে বলুন এবং নিজের সময় কাটান। একইভাবে কর্মীরা প্লেটে খাবার পরিবেশন করে থাকে। তাদেরকেও বলা হয়েছে যে, আপনারা খাবার চাইলে তারা আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করবে, কিন্তু খাবার অপচয় হওয়া উচিত নয়। রিজিকের সর্বদা মূল্যায়ন করা উচিত। কিছু মানুষ সামান্য রুটি পুড়ে গেলে কিংবা কাঁচা থাকলে তা ছুড়ে ফেলে দেয়। সেটি যদি খাবার উপযুক্ত হয় তাহলে তা খেয়ে ফেলার চেষ্টা করা উচিত, তবে যে এটি খেলে অসুস্থ হতে পারে এমন ব্যক্তি ছাড়া। সাধারণত মেশিনের মাধ্যমে রুটি ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে আসে, আমি চেকও করেছি, কিন্তু কখনও কখনও খারাপ রুটিও এসে যায়। যতক্ষণ না রুটি অনেক বেশি পুড়ে যায় কিংবা কাঁচা রয়ে যায়, ততক্ষণ তা নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন। একইভাবে তরকারিও অপচয় হওয়া থেকে বিরত থাকুন। প্রথমত, এটি রিজিকের অপচয়- যা হওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয়ত, এই খাবার অন্য কারো উপকারে আসতে পারে। তাছাড়া আরো একটি সমস্যা সৃষ্টি হয় আর তা হলো, খাবার প্লেটগুলোতে অনেকটা বেঁচে যায় এবং সেই খাবার ভাগাড়ে ফেলে দিতে হয়। এর ব্যবস্থাপনা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে, যার ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে যারা রয়েছেন, তাদের ওপর অনেক বেশি চাপ পড়ে এবং তাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তাই অতিথিদের জলসা সালানার এই দিনগুলোতে খাবারকে বরকতময় মনে করে খাওয়া উচিত এবং অপচয় করা উচিত নয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা আছে, একদা তাঁর খাবারের ব্যবস্থা করা হয় নি এবং যাদের দায়িত্ব ছিল তারা ভুলে গিয়েছিল, আর তিনি (আ.) নিজেও ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যখন নিজের খাবার সম্পর্কে জানতে চাইলেন তখন সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল, কারণ খাবার শেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বললেন, কোনো ব্যাপার না। যে দস্তরখানে সবাই খেয়েছে, সেখানে যদি রুটির কিছু টুকরো বা তরকারি পড়ে থাকে, তাই নিয়ে এসো, আমি সেগুলোই খেয়ে নেব। এরপর তিনি সেই বেঁচে যাওয়া রুটির টুকরো এবং তরকারি খেয়েছেন, যা অন্যরা ফেলে গিয়েছিল। এটি তাঁর একটি অনন্য আদর্শ , যা তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তাই সব সময় মনে রাখতে হবে, আমাদের উচিত রিজিক নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা। এতে করে যারা পরিশ্রম করে তাদের কাজও সহজ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'খাবার অপচয় কোরো না।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুল আতইমা, হাদীস-১৮০৩) (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আতইমা, হাদীস-৩৩৫৩)

খাবারের মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে সেটি খাও। যা পরিবেশন করা হয় তা তৃপ্তির সাথে গ্রহণ করো।' এই নির্দেশ বিশেষভাবে অতিথিদের জন্য, কারণ এর ওপর যারা আমল করে তারা নিজেদের সাথে কল্যাণ বয়ে আনে। তবে এটি প্রমাণ করার জন্য প্রত্যেক অতিথির উচিত নিজেকে এর বাস্তব দৃষ্টান্তে রূপান্তরিত করা।

যে-সব অতিথি কল্যাণ বয়ে আনে তেমন অতিথি হোন আর এমন অতিথি হবেন না যারা বাড়ির লোকদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়, বরং তাদেরকে দুশ্চিন্তা লাঘবকারী হবেন।

আমরা এখানে এসেছি, জলসার একটি ব্যবস্থাপনা রয়েছে আর ডিউটি প্রদানকারীরা ডিউটি দিচ্ছে। এছাড়া অংশগ্রহণকারীরা ও কর্মীরা সবাই আহমদী এবং আমাদের সবার উদ্দেশ্য একটিই আর তা হলো, আমাদেরকে এখানে এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা এবং ইসলামের শিক্ষানুযায়ী নিজেদের চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক ও জ্ঞানের সংশোধন করতে হবে।

ডিউটি প্রদানকারীরা হোক কিংবা অতিথিরা- সবার একই দায়িত্ব। তাই এ লক্ষ্যে চেষ্টা প্রচেষ্টা করুন। কখনও কখনও এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, খাবারের স্বল্পতা দেখা দেয়। কর্মীদের এবং লঙ্গরখানার পূর্ণ প্রচেষ্টা থাকে, যেন খাবারে কোনো ধরনের ঘাটতি দেখা না দেয়, কিন্তু কখনও কখনও বৃহৎ সমাবেশে অনুমান ভুল হয়ে যায় এবং ঘাটতি হতেও পারে। এ বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর একটি উপদেশ আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। তিনি (সা.) বলেন, দুইজনের জন্য (নির্ধারিত) খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম কিতাবুল আশরিবা, হাদীস-২০৫৪)

অপর একটি রেওয়ায়েতে এভাবে এসেছে, একজনের খাবার দুইজনের, দুইজনের খাবার চারজনের এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম কিতাবুল আশরিবা, হাদীস-২০৫৯)

অতএব আমাদের সর্বদা এ কথাটি স্মরণ রাখা উচিত।

একটি কথা যা আমি পূর্বে ও বলেছি তা হলো, দায়িত্ব পালনকারীদের জন্যও সহজতা সৃষ্টি করা উচিত। খাবারের মার্কি ও অন্যান্য স্থানেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখুন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তার বিষয়ে এটি মাথায় রাখুন যে, সহজতা সৃষ্টি করতে হবে। এটিও খেয়াল রাখুন, পথেঘাটে ও রাস্তায় ময়লা ফেলবেন না। কতিপয় লোক বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে খেয়ে থাকে, তাই যেখানে বসবেন সেখানে খাওয়া - দাওয়ার পর এর যে খালি প্যাকেট ও ঠোঙা থাকে তা এদিক সেদিক ফেলার

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum,
From Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

পরিবর্তে ডাস্টবিনে ফেলুন, যেন কর্মীদের জন্যও সহজতা সৃষ্টি হয়। আর অল্প সময়ে বেশি কাজ করে ব্যবস্থাপনাকে আরো সঠিকভাবে পরিচালিত করা যায়। অতঃপর এটিও (খেয়াল রাখুন) যে, সর্বত্র উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত।

আমি কর্ম কর্তাদেরও বলেছি এবং অতিথিদেরও উচিত যেন উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। একটি হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে– সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরবতা অবলম্বন করে। (মুসলিম কিতাবুল ঈমান, হাদীস–৪৭)

অতএব যদি কখনও বিবাদপূর্ণ এমন পরিস্থি তি সৃষ্টিও হয় তবে রাগ ও অসদাচরণ প্রদর্শন করার পরিবর্তে নীরবতা অবলম্বন করুন এবং ইসতিগফার ও দোয়াসমূহ পাঠ করুন।

অনুরূপভাবে বাচ্চাদের খাবার সম্পর্কেও বলে দিচ্ছি, এ বিষয়েও এটি খেয়াল রাখা উচিত। কখনও কখনও লোকেরা বাচ্চাদেরকে প্লেট ভর্তি করে খাবার দিয়ে দেয়। আর বাচ্চারা এতটা খেতে পারে না, যে কারণে খাবার নষ্ট হয়ে থাকে। তাই এ বিষয়েও যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, খাবার নষ্ট করা থেকে বিরত থাকুন এবং বাচ্চাদেরকে অল্প অল্প করে দিন, প্রয়োজনে বার বার দিন।

সর্বদা এটি স্মরণ রাখবেন, আপনাদেরকে জলসার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে আর এ জলসার যে কল্যাণসমূহ রয়েছে এবং যে কল্যাণসমূহ অর্জনের জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.) এ জলসা আরম্ভ করেছিলেন তা একত্রিত করে নিজ থলেসমূহ পূর্ণ করার চেষ্টা করতে হবে।

তিনি (আ.) একস্থানে এটিও বলেছিলেন, জলসাতে বসে প্রশান্তচিত্তে জলসা শ্রবণ করো আর কেবল বক্তৃতাসমূহ ভালো নাকি মন্দ তা দেখো না বরং একথার প্রতি মনোযোগী হও, যা বর্ণনা করা হচ্ছে তা আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশনা আর আমাদেরকে সে কথাগুলো বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতে হবে। এটি নয় যে, কে বর্ণনা করছে ও কীভাবে বর্ণনা করছে। তিনি (আ.) বলেন, 'সকলেই মনোযোগ–সহকারে শুনুন! আমি নিজ জামা'ত এবং একান্ত নিজ সত্তা ও প্রাণের জন্য এটিই কামনা করি ও পছন্দ করি, যেন বক্তব্যসমূহের মাঝে বাহ্যিক যে বাগ্মিতা থাকে সেটিকেই কেবল পছন্দ করা না হয়। আর সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেন এখানেই থেমে না যায়, বক্তা কেমন জাদুকরী বক্তব্য প্রদান করছে বা শব্দচয়ন কতটা শক্তিশালী! আমি এসবে সন্তুষ্ট হই না। আমি তো এটিই পছন্দ করি আর কৃত্রিমতা নয়, বরং আমার স্বভাব ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হলো, যে কাজই করা হবে তা কেবল আল্লাহ্র জন্যই হবে আর যে কথা–ই বলা হবে, তা আল্লাহ্র নিমিত্তেই বলা হবে।' (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬০)

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, 'মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ এটিই হয়েছে যে, তারা বড়ো বড়ো সম্মেলন ও সভা–সমাবেশ করে থাকে। সভা–সম্মেলন হয়ে থাকে আর সেখানে নামিদামি বক্তারা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। কবিরা নিজ জাতির উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি করে আর এসব কথায় তারা স্লোগান তো দেয় ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীতে কোনো প্রভাব পড়ে না; এমনকি এসব স্লোগানের কারণেই জাতি ক্রমশ অবনতির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে।' (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬২)

অতএব এটি হলো সেই শিক্ষা ও নিষ্ঠার সেই মানদণ্ড– যা প্র ত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক আহমদীকে নিজের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। শুধুমাত্র স্লোগান দেওয়ার জন্য অথবা ইচ্ছামাফিক আমরা কথা শ্রবণ করবো না, বরং আল্লাহ্ ও রসূলের জন্য এসবের ওপর আমল করার জন্য কথা শ্রবণ করবো। এই উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক আহমদীর এখানে আসা উচিত। আর আপনারা এসেছেন। আমি আশা রাখি এই উদ্দেশ্যেই আপনারা এসে থাকবেন। যেভাবে তিনি (আ.) বলেছেন, যে কাজই হবে তা আল্লাহ্ তা'লার জন্যই হবে এবং যে কথাই হবে সেটা খোদার উদ্দেশ্যে হবে। প্রত্যেকের এই নীতিকে নিজের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এই কথাটিও স্মরণ রাখবেন, আমাদের দিনগুলো যেন আল্লাহ্র স্মরণে অতিবাহিত হয়।

জলসা শ্রবণ করার সময়েও নিজ জিহ্বাকে আল্লাহ্র স্মরণে রত রাখুন। এর পরে চলাফেরা ও সাক্ষাতের সময়, লোকদের সাথে কথা বলার সময়েও শুধুমাত্র ধর্মীয় কথা বলা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার স্মরণের কথা হোক, কুরআন, হাদীস ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর উদ্দেশ্য পূর্ণকারী কথা হোক। আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ ও ধর্মের উদ্দেশ্যে দোয়া করার দিকে মনোযোগ যেন থাকে।

আল্লাহ্র স্মরণ এমন বিষয় যা মানুষের চিন্তা–ভাবনাকেও পবিত্র করে এবং তাকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহসমূহের উত্তরাধিকারী বানায়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এক স্থানে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আল্লাহ্কে স্মরণ কর এবং বিশেষ করে যখন কোন সভা হয় তখন এতে আল্লাহ্কে স্মরণ কর। এর উপকারিতা আল্লাহ্ কী বলেছেন? এর উপকারিতা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, أُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ। যদি তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর তাহলে খোদাও তোমাদের স্মরণ করতে আরম্ভ করবেন। যে বান্দার স্মরণ স্বয়ং আল্লাহ্ করেন তার চেয়ে সৌভাগ্যশালী আর কে হতে পারে? যার প্রভু তাকে স্মরণ করে ও ডাকে। আল্লাহ্কে স্মরণ করা অনেক বড়ো সম্পদ (নিয়ামত)। তিনি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, তোমরা কোন পুরস্কার পাও বা না পাও আল্লাহ্র স্মরণে রত হয়ে যাও। এতে আল্লাহ্ খুশি হবেন এবং এরপর তোমাদেরকে স্মরণ করবেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, প্রদত্ত খুতবা ২৫ শে ডিসেম্বর, ১৯১৪)

আর যখন আল্লাহ্ তা'লা স্মরণ রাখবেন তখন তিনি বিনা পুরস্কারে ছেড়ে দিবেন না, তিনি পুরস্কারে ভূষিত করবেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ সমূহকে আকৃষ্ট করার জন্য এই বিশেষ দিনগুলোতে এই বিষয়গুলো বিশেষভাবে স্মরণ রাখুন এবং মনোযোগ দিন। অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যেক কর্মী; সবাই এই বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখুন যেন আমরা আমাদের জিহ্বাকে আল্লাহ্র স্মরণে রত রাখি। আর যখন এমনটি হবে তখন এমন পরিবেশও সৃষ্টি হবে যা নিঃসন্দেহে সেই পরিবেশ যার জন্য এই জলসা অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, সবার মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা উচিত, পূর্ণ মনোযোগ ও চিন্তার সাথে শ্রবণ কর; কেননা বিষয়টি ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। এতে অলসতা, অসতর্কতা ও অমনোযোগিতা খুব খারাপ ফলাফল সৃষ্টি করে। যারা ঈমানের প্রতি অলসতা প্রদর্শন করে এবং যখন তাদের সম্বোধন করে কিছু বলা হয়, সেটা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে না, সেক্ষেত্রে বক্তার বক্তৃতা যতই উন্নত মানের উপকারী ও প্র ভাব বিস্তারকারী হোক না কেন, বক্তার বক্তৃতা দ্বারা তাদের কোন উপকার সাধিত হয় না। এরা এমন লোক যাদের সম্পর্কে বলা হয় তাদের কান আছে কিন্তু তারা শুনতে পায় না, হৃদয় হৃদয় আছে কিন্তু অনুধাবন করে না। স্মরণ রেখ, যা কিছু বর্ণনা করা হয় সেটা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর, কেননা যে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে না, সে উপকারী সত্তার সাহচর্যে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থাকলেও কোনো উপকার লাভ করতে পারে না।" (মালফুযাত,২য়খণ্ড, পৃ: ৪৭৯)

এই তিনদিনে তখনই আমাদের উপকার লাভ হতে পারে যখন আমরা এই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবো এবং এরপর এর ওপর আমল করার অঙ্গীকার করবো। আর এ উদ্দেশ্যে নিজ হৃদয় সমূহকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে নিজেদের জিহ্বাকে আল্লাহ্র স্মরণে ব্যাপৃত রাখবো। জলসায় বসেও আল্লাহ্র স্মরণে রত থাকুন, দোয়া করতে থাকুন, দরূদ পড়তে থাকুন। এরপর যখন বক্তৃতা শুনবেন তখন আপনার ওপর বিশেষ প্রভাব পড়বে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, তোমরা যদি জলসার কার্যক্রম মনোযোগ সহকারে শ্রবণ না কর, তবে তোমাদের এই জলসায় যোগদান করায় কোন লাভ নেই।

আমাদেরকে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের উদ্দেশ্য হল নিজেদের সংশোধন করা, নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করা। নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি সাধন এবং এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদেরকে পরিপূর্ণ চেষ্টাপ্রচেষ্টা করতে হবে। চারিত্রিক দিক দিয়ে নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে হবে, নিজের বন্ধু ও ভাইদের জন্য আত্মত্যাগের স্পৃহা সৃষ্টি করতে হবে এবং অন্তরের বিদ্বেষ দূর করাও (জলসায় যোগদানের) অনেক বড়ো একটি উদ্দেশ্য। এত হাজার হাজার মানুষের উপস্থি তিতে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, এটি এমন একটি পরিবেশ, একে অপরের সাথে যদি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও ভালোবাসার আচরণ করা হয় তবে সেই পরিবেশ–পরিস্থিতি তৈরি হবে যেখানে প্রেম, প্রীতি, সৌহার্দ্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে, যা ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য আর কেবল এর ওপর আমল করেই মানুষ আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। তিনি (আ.) নিজের অনেক বক্তৃতায় এ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, জলসায় যোগদানের একটি উদ্দেশ্য হলো উন্নত চারিত্রিক আদর্শ অর্জন করা। আর এই উন্নত চারিত্রিক আদর্শের বহিঃপ্রকাশ সব দিক থেকে হওয়া উচিত।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যখন তোমাদের কাছে কোনও ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান ব্যক্তি বিবাহ প্রস্তাব পাঠায়, তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিও; অন্যথায় পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা তৈরী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar
From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (S)

কখনও কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিদ্বেষ ও লড়াই-ঝগড়া শুরু হয়ে যায়, এমনকি কখনও কখনও কর্মীদের মাঝেও বাকবিতণ্ডা ছড়িয়ে পড়ে যা কখনও হওয়া উচিত নয়। সর্বদা উত্তম চারিত্রিক আদর্শ প্রদর্শন করতে হবে।

অনুরূপভাবে এই বিষয়ের প্রতি কর্মী এবং অতিথি উভয়েরই মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত যে, সর্বদা আমাদের চরিত্র যেন উন্নত হয় আর প্রতিটি অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সবসময় দোয়া করতে থাকা উচিত।

একইভাবে জলসা সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলতে চাই। প্রথম কথা হলো, জলসার দিনগুলোতে আপনারা যেখানেই অবস্থান করেন না কেন, বিভিন্ন মসজিদসমূহে গিয়ে থাকে, বিশেষ করে লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্‌তে বা মসজিদ ফযলে, ইসলামাবাদ হোক বা এখানে- সেক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখুন এবং উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করতে থাকুন।

ট্র্যাফিক আইন মেনে চলুন। কখনও কখনও ব্যস্ত সময় যানজট তীব্র হয়ে ওঠে তাই কারো বাড়ির সামনে কোন ধরনের আবর্জনা ফেলবেন না। যে সকল মহিলাদের শিশু সন্তান আছে তাদের জন্য পৃথক মার্কির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মায়েদেরকে বলছি, যে সকল মায়েদের শিশু সন্তান আছে, তাদের উচিত- কোনো প্রকার জেদ না করে তাদের জন্য নির্ধারিত মার্কিতে অবস্থান করা এবং আর চেষ্টা করা উচিত- সেখানে হৈ হুল্লোড় যেন না হয় কেননা, কখনও কখনও এমনও হয় যে, শিশুরা তো কম হট্টগোল করে কিন্তু মহিলারা ভাবে, তারা যেহেতু এই মার্কিতে অবস্থান করছে, তাই তাদের জন্য হট্টগোল করা বৈধ হয়ে গেছে। তাদের আলাপচারিতা পরিহার করে বক্তৃতা শোনার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত এবং যে-সব অনুষ্ঠান হচ্ছে তা গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা উচিত। আর তারা যখন নিজেরা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবে তখন শিশু সন্তানেরাও মনোযোগসহ শ্রবণ করবে। কতিপয় মায়েরামাশাআল্লাহ্ এমনও আছেন যারা তাদের সন্তানদের এমন তরবিয়ত করে থাকেন অথবা তাদের মনোযোগ অন্য দিকে প্রবাহিত করে ব্যস্ত রাখতে তাদের হাতে এমন কিছু দিয়ে দেন যার ফলে সন্তানেরা অন্যদিকে ব্যস্ত থাকে আর মায়েরা শান্তিতে অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। কিন্তু কতিপয় এমনও (মা) রয়েছেন যারা পরস্পর খোশগল্পে মত্ত হয়ে যান, ব্যবস্থাপনা যাদের বিষয়ে অভিযোগ করে। তাই কখনও এমন অভিযোগ যেন তৈরি না হয়। আর যখন তাদেরকে বাধা দেওয়া হয় তখন অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। যদিও ভুল উভয় পক্ষের হয়ে থাকে। যদিকোনো কর্মী রূঢ়ভাবে কথা বলে তাহলে অতিথিও কঠোর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করে তোলে। তাই চেষ্টা করা উচিত, কোনো পক্ষ থেকেই যেন পরিস্থিতি খারাপ করে না তোলা হয় বরং প্রেম ও ভালোবাসাময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অনুরূপভাবে, পার্কিং এবং গেইটসহ সকল ব্যবস্থাপনা রয়েছে, অতিথিদের উচিত কর্মীদেরকে সহায়তা করা যেন সকল ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হতে পারে। আবার অতিথিদের নিজেদের চারপাশের পরিবেশের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা উচিত যেন কোনো সন্দেহজনক জিনিস চোখে পড়লে দ্রুত অবগত করতে পারেন। একে অপরের প্রতি দৃষ্টি রাখার ফলে দুষ্কৃতকারীর দুষ্কর্ম করার বাসনা থাকলেও সে তা করা থেকে বিরত থাকবে অথবা সতর্ক হয়ে যাবে এবং অরাজকতা করার সাহস পাবে না।

তাই প্রত্যেক আগত অতিথির এটি মনে রাখা উচিত যে, তারও নিজ পরিবেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য চতুর্পাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা উচিত। অনুরূপভাবে লোকদের শৃঙ্খলা বিভাগের পরিপূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত। নিজেদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড সর্বদা নিজেদের কাছে রাখুন এবং চেক করতে দিন। যারা আবাসনে অবস্থান করছেন তারা চেষ্টা করুন যেন নিজেদের কোনো মূল্যবান বস্তু ছেড়ে না যান। এখানে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা তো আছেই, তথাপি নিজেদের মূল্যবান বস্তু যেমন টাকা প্রভৃতি নিজেদের সাথেই রাখুন যেন কোনো ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা করুন আপনারা সবাই এ জলসা থেকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হোন। এর কল্যাণ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হোন আর এখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় নিজেদের থলে ভর্তি করে এমন কিছু নিয়ে যান যা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি আকৃষ্টকারী হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপার উত্তরাধিকারী হয়ে ফেরত যান। আল্লাহ্ তা'লা চিরস্থায়ীভাবে আপনাদের ও আপনাদের বংশধরের প্রতি কৃপাবারী অব্যাহত রাখুন। সর্বদা আহমদীয়াতের এক কার্যকরী সত্তা হয়ে পৃথিবীতে জীবনযাপন করুন। আপনাদের বংশধরও অনুরূপভাবে এক পবিত্র ও কার্য করী সত্তা হয়ে জীবন যাপনকারী হোক। আল্লাহ্ করুন যেন এ ধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

পরিশেষে আমি এটিও বলে দিচ্ছি, গত বছরগুলোর ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন বিভাগের প্রদর্শনী রয়েছে এবং তথ্যসমৃদ্ধ ও জ্ঞানে সমৃদ্ধির আকর্ষণীয় উপকরণাদী রয়েছে। এগুলোও উপভোগের চেষ্টা করুন; এক স্থানে সমস্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে স্টলগুলোতে নতুন নতুন পুস্তকাবলি এসেছে- তা-ও অবশ্যই পরিদর্শন করুন। বিরতিতে শুধুমাত্র বাজারে গিয়ে ঘোরাফেরা না করে এ সমস্ত আধ্যাত্মিক উপকরণাদি থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দিন। (আমীন)

(আল ফজল ইন্টারন্যাশন্যাল, ১৫ আগস্ট, ২০২৫)

**** **** **** ****

যাবে। তারা চিন্তা করে দেখে না যে, যদি পূর্বের ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকত, তবে লাঞ্ছনা ও পশ্চাদপদতায় কেনই বা পড়ে থাকত? অতএব তাদের বর্তমান ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে দিয়েই পরিবর্তন সম্ভব।

"আমল দুই প্রকারের। এক, সেই আমল যা মানুষকে পুরস্কারের যোগ্য করে তোলে, আর দ্বিতীয় প্রকারের আমল সেটি যা পুরস্কার লাভের পর সেটিকে বজায় রাখার জন্য আবশ্যক হয়ে থাকে। অনেক ছাত্র ছাত্রজীবনে বেশ মেধাবী হয়ে থাকে, কিন্তু তারা যখন জীবন যুদ্ধের মধ্যে পড়ে, তখন একেবারেই অপদার্থ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। অনুরূপ অবস্থা যে কোনও জাতিসত্তার। কিছু জাতি বৈভব ও খ্যাতি লাভের পূর্বে খুব ভাল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে, কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর পুণ্যের মান বজায় রাখা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত এই বাক্যটির সম্প্রসারণ করার আরও একটি কারণ হল, মানুষের কর্ম দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এক, পুণ্যকর্ম এবং দ্বিতীয় সেই কর্ম যা উক্ত পুণ্যকর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। কাজেই এই বাক্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য হল তোমাদের ব্যক্তিগত পুণ্যের কারণে আমরা তোমাকে 'খোলাফাউ ফিল আরজ' করেছিলাম। এর পর আমরা দেখতে চাইছিলাম যে, তোমরা এই কর্মধারাকে কিভাবে বজায় রাখ, যা তোমাদের পুণ্যের রক্ষক হয়। সত্য

বি আইমানিহিম বলার মাধ্যমে এ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কর্মের প্রতিদান ঈমান অনুসারে দেওয়া হবে। অর্থাৎ বাহ্যিক আমলের ক্ষেত্রে যদিও দুজন ব্যক্তি সমান হয়, কিন্তু আমল বা কর্মের পিছনে যে নিষ্ঠা ও ভালবাসা রয়েছে, তার উপর ভিত্তি করে তাদের কর্মের প্রতিদানে তারতম্য ঘটবে। এটিও একটি অসাধারণ বিষয়। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আবু বাকার তোমাদের থেকে সেই কারণে শ্রেষ্ঠ যা তাঁর অন্তরে রয়েছে। আমরা দেখি যে এক ব্যক্তি নামায বেশি পড়ে, রোযাও বেশি রাখে, কিন্তু অন্য কোনও ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাকে বেশি পরিমাণে আকর্ষণ করে। এর কারণ তাদের অন্তরের অবস্থা। যে বেশি প্রকৃত পবিত্রতা ও নিষ্ঠা অর্জন করে, তার অল্প কর্ম বেশি কল্যাণ বয়ে আনে। বস্তুত সেই ব্যক্তির সমস্ত কর্মই ইবাদতে পরিণত হয়। কেননা, তার সেই সব কর্মও খোদার জন্যই হয়ে থাকে, যেগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে জাগতিক কর্ম বলে মনে হয়, আর তার প্রতিটি গতিবিধি মানব জাতির সহানুভূতির কারণ হয়। (তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪)

আহমদী ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার (দারুল সানাত)-এ ভর্তি চলছে

(শিক্ষাবর্ষ: ২০২৫-২৬)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর অনুমোদন ও বিশেষ নির্দেশনায় ২০১০ সালে কাদিয়ানে 'দারুল সানাআত' (কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হল আহমদী ছাত্রদেরকে প্রযুক্তি শিক্ষার মাধ্যমে সুদক্ষ করে তাদের জন্য উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া। কাদিয়ানের 'দারুল সানাআত' সরকারি প্রতিষ্ঠান NSIC এবং ISO নথিভুক্ত। এখানে একবছরের বিভিন্ন কোর্স করানো হয়। যেমন-

(1) Computer applications (2) Plumbing (3) Electrician (4) Welding (5) Motor Vehicle (6) Diesel Mechanic (7) AC & Refrigerator

কাদিয়ানের বাইরে থেকে আসা ছাত্রদের জন্য হোস্টেল ও মেসের ব্যবস্থা আছে। থাকা ও খাওয়ার কোন ফি নেওয়া হয় না। কোর্সের জন্য বোর্ড ফি সহজ কিস্তিতে নেওয়া হয় । যে সমস্ত আহমদী ছাত্র স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে নি কিম্বা অষ্টম ও দশম শ্রেণীর পর টেকনিক্যাল কোর্স করতে ইচ্ছুক, তারা এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। আহমদী ছেলেদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়াও প্রত্যহ Personality Development এবং English Speaking-এর ক্লাসও নেওয়া হয়। নতুন শিক্ষাবর্ষ ২০২৫-২৬ এর জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০২৫ সালের ১৬ই জুলাই থেকে ক্লাস আরম্ভ হবে।

বিস্তারিত জানতে নিম্নোক্ত ইমেল ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন।

darulsanaat.qadian@gmail.com

Mob:9872725895, 8604024043

(Principal, Darul Sanaat)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। (আন-নিসা: ২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi

From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (S)

হুযুর আনোয়ার এর জার্মানী সফর (২০১৪)-এর রিপোর্ট

কৃতী ছাত্রদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ (শেষাংশ)

যেখানে আমরা স্বাধীনভাবে নামায পড়তে পারি এবং তবলীগও করতে পারি। অতএব এদেশের উন্নতির জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাদেরকে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত যে কিভাবে আমরা এই দেশগুলির উপকারে আসতে পারি। আর সব থেকে বড় যে উপকারে আমরা আসতে পারি তা হল এদেরকে ইসলামের সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করা এবং তবলীগ করা। এমন ধ্যান-ধারণা সঠিক নয় যে মহিলারা তবলীগের সুযোগ পায় না। তারা অবশ্যই সুযোগ পায় আর অনেক বেশি পরিমাণে পায়। এর জন্য কর্মসূচি তৈরী করা উচিত। অতএব ইসলামের সঠিক বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটি পন্থা, যার ফলে মুসলমানদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে যে অকারণ বিরোধীতা করা হয় এবং আঁ হযরত (সা.)-এর নামকেও হাসি-বিদ্রুপের লক্ষ্য বানানো হয়, সেই ধারা ব্যহত করা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল যেহেতু ধর্মীয় কারণে আমরা এখানে থাকার অনুমতি পেয়েছি, কাজেই নিজেদের ধর্মীয়, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থাকে ইসলামের শিক্ষাসম্মত করে তোলার চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা করেছেন, তা পুরণের চেষ্টা করুন। তিনি (আ.) আমাদের নিকট কি চান তা প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

সব সময় স্মরণ রাখবেন, আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করেছি, কারণ আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন আর আঁ হযরত (সা.) এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে শেষ যুগে মসীহ মওউদ যখন দাবি করবেন, তখন তাকে মান্য করো এবং তাঁর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ো। এমনকি তিনি এও বলেছেন যে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। কেননা আগমণকারী মসীহ ও মাহদী ইসলামের শিক্ষা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর আনীত ধর্মের সংস্কারের উদ্দেশ্যে আসবেন। ইসলামের যে সৌন্দর্যকে মুষ্টিমেয় স্বার্থলোভী উলেমা কালিমালিপ্ত করেছে, সেই সৌন্দর্যকে সমুজ্জ্বল করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তিনি আসবেন। তাঁকে মান্য করো যাতে তোমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হও। মসীহ মওউদ-এর আগমণে ইসলামের পুনরুত্থান হবে, এক নতুন যুগের সূচনা হবে। ইসলামের যে অপরূপ সুন্দর শিক্ষাকে পীর, ফকির ও তথা-কথিত আলেমরা বিকৃত করে যথেচ্ছভাবে নিজেদের মত করে ব্যবহার করেছে, আল্লাহ্‌র বিশেষ পথ-প্রদর্শনে তার স্বরূপ মসীহ মওউদ পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করবেন। অতএব, মসীহ মওউদ কে গ্রহণ করা এবং তাঁর উপদেশ ও নির্দেশাবলী মেনে চলা কোন সাধারণ বিষয় নয়। বরং এটিই প্রকৃত ইসলাম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের প্রত্যেককে তাঁর কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং মেনে চলা উচিত। অন্যথায় তাঁর বয়আত গ্রহণের দাবি অসার প্রমাণিত হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'আমি ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী। তোমরা যদি আমার হাতে বয়আত করে এবং আমাকে খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট মনে করে আমার নির্দেশাবলী মেনে না চল, আমার সিদ্ধান্ত ও উপদেশাবলীর মেনে না চল তবে নিজেদের ঈমানের বিষয়ে চিন্তিত হও।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব আমাদের অনেক চিন্তা করা উচিত। একদিকে আমরা নিজেদের দেশ ছেড়ে এদেশে এজন্য এসেছি যে আমাদেরকে নিজেদের ঈমান অনুযায়ী আমল করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে, অপরদিকে আমরা এখানে এসে ভুলে যাই যে, যে ঈমানের কারণে এখানে হিজরত করে এসেছি সে বিষয়েই অমনোযোগী হয়ে পড়ি, জগতের আড়ম্বর দেখে ভুলে যাই যে আমাদের ঈমান আমাদের কাছে কি দাবি করছে? আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর যে নিষ্ঠাবান প্রেমিককে মান্য করেছি এবং যাঁর হাতে বয়আত করে এই অঙ্গীকার করেছি যে আগমণকারী মসীহ ও মাহদীর হাতে বয়আত করে ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করব, এরজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব, নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনব, খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করব; কিন্তু এখানে এসে জগতের মোহে কেবল এদিকেই মনোযোগী হয়ে পড়ি যে কিভাবে বেশি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা যায়, সম্পদ অর্জন করা যায়!

হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বার বার আমাদের যে বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন সেটি হল আমরা তাঁর বয়আত করার পর আল্লাহ্ প্রতি যেন মনোযোগী হই। কেবল লোকদেখানো মনোযোগ নয়, বরং সত্যিকার অর্থে মনোযোগ থাকা উচিত। কালকের খুতবায় আমি একথার উল্লেখ করেছিলাম যে কিভাবে মনোযোগ দিতে হবে এবং কিভাবে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন হবে। নিজেদের নামাযগুলি যত্নসহকারে পড়ুন।

কতিপয় প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: একজন ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিজের স্বামীর কিছু শারীরিক সমস্যা এবং স্ত্রীর প্রতি তার আচরণের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, তিনি আমাকে তালাক দিতে চান কারণ তার বক্তব্য হল, স্ত্রী তার স্বামীকে তার খালার মেয়ের সাথে কথা বলতে দেন না। ইসলাম এ সম্পর্কে কী বলে? হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২২শে জুলাই, ২০২১ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নলিখিত উত্তর দিয়েছেন। হুযুর আনওয়ার বলেছেন,

উত্তর: আপনার চিঠি থেকে এটা স্পষ্ট যে, আপনার স্বামী ডিপ্রেশন বা মানসিক রোগে আক্রান্ত। আর ডিপ্রেশনের রোগীর ওপর যখন এই রোগের আক্রমণ হয়, তখন তিনি এমন আচরণ করেন, যার উল্লেখ আপনি আপনার চিঠিতে করেছেন। যার একমাত্র চিকিৎসা হল ঔষধ এবং দোয়া।

এছাড়া আপনার চিঠি থেকে এটাও জানা যায় যে, আপনার মনে আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে শুধুমাত্র এই কারণে সন্দেহ জাগে যে, তিনি তার খালার মেয়ের সাথে কথা বলেন। তাই, এই রোগের উপস্থিতিতে আপনি যদি রোগীর বিরুদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাহলে অবশ্যই রোগীর মানসিক অবস্থা আরও খারাপ হবে।

দুজন কাজিনের মধ্যে কথোপকথনে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তারা যদি অবাধ মেলামেশা করে এবং সবার অগোচরে দেখাসাক্ষাৎ করে, তাহলে এটি শরীয়ত বহির্ভূত রীতি, যা ইসলাম কখনও অনুমোদন করে না।

প্রশ্ন: জার্মানির সম্মানিত সেক্রেটারি উমুরে আমা সাহেব একজন আহমদীর এক অ-আহমদী মহিলার সাথে নিজের বিয়ে নিজেই পড়ানো এবং পরবর্তীতে সেই মহিলাকে তালাক দেওয়া এবং পরে সেই মহিলার বয়আত গ্রহণ করার বিষয়গুলো লিখে এই বিয়ের শরীয়তগত অবস্থান সম্পর্কে সম্মানিত মুফতি

সাহেবের কাছে জানতে চেয়েছেন। এই বিষয়টি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে পেশ করা হলে তিনি তাঁর ২৫শে জুলাই, ২০২২ তারিখের পত্রে জার্মানির সম্মানিত আমীর সাহেবকে নিম্নলিখিত নীতিগত নির্দেশনা দিয়েছেন। হুযুর আনোয়ার বলেন,

উত্তর: এই ব্যক্তি যদি এই কনের এবং তার অভিভাবকের সম্মতিসহ সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বিয়ে পড়িয়ে থাকেন, এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার অধীনে এই বিয়ের জন্য তারা ফর্ম ইত্যাদি পূরণ করে এই বিয়ে নিবন্ধিত করিয়ে থাকেন এবং যে জামা'তে এই ভদ্রলোক বসবাস করেন, সেই এলাকায় তাদের বিয়ে সম্পর্কে লোকেরা জ্ঞাত থাকে, তাহলে এই বিয়ে বৈধ এবং সঠিক।কিন্তু যদি এই বিয়ের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল না রাখা হয়ে থাকে এবং গোপনে বিয়ে পড়ানো হয় এবং বিয়ের পরেও যদি তা উভয় পক্ষের বন্ধু-বান্ধবদের মহলে জানাজানি না হয়ে থাকে, তাহলে এটি গোপন বিয়ের পর্যায়ে পড়বে। কাজেই, এ ব্যাপারে এই ভদ্রলোককে যে শাস্তিমূলক দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা একেবারেই সঠিক।

প্রশ্ন: একজন ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর কাছে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত মুনাফা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন, এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত কি-না? হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ২৩শে আগস্ট, ২০২১ তারিখের পত্রে উক্ত প্রশ্নের নিম্নলিখিত উত্তর দিয়েছেন:

উত্তর: ব্যাংক বা যে-কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এই শর্তে অর্থ সঞ্চিত রাখা যে, আমি এর ওপর আগে থেকেই নির্ধারিত হারে শুধু মুনাফা পাবো- এই পদ্ধতি অবৈধ, কারণ এই অতিরিক্ত অর্থ সুদের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যদি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের শর্তে অর্থ সঞ্চিত রাখা হয়, যেমন আমাদের পাকিস্তানে PLSA_©vr, Profit and loss sharing অ্যাকাউন্ট রয়েছে, এই ধরনের অ্যাকাউন্ট থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত অর্থ সুদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং মানুষ এটি নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারে।এছাড়া, সরকারি ব্যাংক বা সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেহেতু তাদের মূলধন সারা দেশের কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগ করে এবং এই কল্যাণমূলক কাজ থেকে শুধু ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থ সঞ্চয়কারীরাই উপকৃত হয় না, বরং দেশের অন্যান্য সাধারণ ও বিশেষ নাগরিকরাও লাভবান হয়। ওপরন্তু, এই সরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি উন্নত হয় এবং কর্মসংস্থানের অধিক সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা সরকারের আয় বৃদ্ধির কারণ হয়। এমন অবস্থায়, যখন এই সরকারি ব্যাংক বা সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের কাছে অর্থ সঞ্চয়কারী সাধারণ ও বিশেষ নাগরিকদেরকে তাদের মুনাফায় অংশীদার করে এবং তাদের মুনাফা থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ তাদের অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদেরও দেয়, তখন এটি বৈধ এবং এই অতিরিক্ত মুনাফা সুদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং মানুষ এটি নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তাহারা কি জানে না যে,তাহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং যাহা কিছু প্রকাশ করে নিশ্চয় আল্লাহ্ সবই জানেন? (আল বাকারা: ৭৮)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal
From: Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi
From-Raju Gazi Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (S)

আজ কাদিয়ানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ভারতের সালানা জলসার সমাপ্তি হচ্ছে। এর সাথে আরও কিছু দেশ আছে যেখানে সালানা জলসার উদ্বোধন হয়েছে। এছাড়া আগামী সপ্তাহে কয়েকটি দেশে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে।

দেখতে পারছে, আমরাও তাদের দেখতে পাচ্ছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লা যে অঙ্গীকার করেছিলেন, 'আমি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সম্মানের সাথে তোমাকে প্রসিদ্ধি দান করব। তোমার নাম সমুন্নত করাব, আর তোমার প্রতি ভালবাসা মানুষের অন্তরে সঞ্চার করব। 'জাআলনাকা মসীহ্ ইবনে মরিয়ম'- আমি তোমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম বানিয়েছি। সবাইকে বলে দাও, 'আমি ঈসা (আ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আবির্ভূত হয়েছি। নামসর্বস্ব আলেম-ওলামার ব্যক্তিস্বার্থ মুসলমানদের সঠিক পথ অবলম্বনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যখন তারা মানতে বাধ্য হবে, বরং এটিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার যে, শেষ সময়ে গিয়ে তারা মান্য করবে।

মসীহ্ মাওউদের ভবিষ্যদ্বাণী কেবল হাদীসেই সীমাবদ্ধ নেই বরং কুরআন করীম অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আগমনকারী মসীহ্র ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছে। যেভাবে তিনি ওয়াদা করেছেন, যে অবস্থা-ব্যবস্থায় ইসরাঈলী জাতির মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেই একই অবস্থা-ব্যবস্থায় মুসলমানদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

আর শেষ যুগে এ সাদৃশ্য রয়েছে যে, খোদা তা'লা মূসায়ী জাতির শেষভাগে এমন এক নবী প্রেরণ করেছিলেন, যিনি অস্ত্রের জিহাদের বিরোধী ছিলেন আর ধর্মযুদ্ধের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ ছিল না, বরং ক্ষমা ও উদারতা তার শিক্ষা ছিল। যখন বনী ইসরাঈলীদের চারিত্রিক স্খলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল আর তাদের আচার-ব্যবহার নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আর তাদের রাজত্ব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল, তারা রোমান সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে গিয়েছিল, আর তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর তিরোধানের পর ঠিক চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমন করেছিলেন।

জলসা সালানা কাদিয়ান, ২০২৪-এর সমাপ্তি অধিবেশনে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূরআনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন অর্থ: আমি তোমাদের প্রতি এক রাসূল প্রেরণ করেছি যিনি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক, যেভাবে আমরা ফেরাউনের প্রতিও এক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম।

অতঃপর হুযূর (আই.) বলেন: আজ কাদিয়ানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ভারতের সালানা জলসার সমাপ্তি হচ্ছে। এর সাথে আরও কিছু দেশ আছে যেখানে সালানা জলসার উদ্বোধন হয়েছে। এছাড়া আগামী সপ্তাহে কয়েকটি দেশে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে। এখন যে-সব দেশে সালানা জলসার সমাপ্তি অধিবেশ চলছে সেসব দেশ হচ্ছে : ভারত, সেনেগাল, টোগো, গিনি কোনাক্রি, গিনি বাসাও। আর এসব দেশে এখন লাইভ সম্প্রচার চলছে বরং উভয় পাশে লাইভ সম্প্রচার চলছে। তারা আমাদের দেখতে পারছে, আমরাও তাদের দেখতে পাচ্ছি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লা যে অঙ্গীকার করেছিলেন, 'আমি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সম্মানের সাথে তোমাকে প্রসিদ্ধি দান করব। তোমার নাম সমুন্নত করাব, আর তোমার প্রতি ভালবাসা মানুষের অন্তরে সঞ্চার করব। 'জাআলনাকা মসীহ্ ইবনে মরিয়ম'- আমি তোমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম বানিয়েছি। সবাইকে বলে দাও, 'আমি ঈসা (আ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আবির্ভূত হয়েছি। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জলসার আয়োজন, তাঁর (আ.) নাম সম্মান ও ভক্তির সাথে উচ্চারণ করা, তাঁর নামে নারা উচ্চকিত হওয়া- এসব কিছুই খোদার অঙ্গীকারের পরিপূর্ণতা। তিনিই সেই সত্য ও প্রতিশ্রুত মসীহ্, যিনি মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, তাঁর (সা.) সেবক হিসেবে আগমন করেছেন।

আজ কাদিয়ানের এ গ্রামটি ১২৫ বছর বছর পূর্বে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। যা এখন চমৎকার একটি ধর্মীয় শহরে পরিণত হয়েছে। বরং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এর খ্যাতি পৌঁছে গেছে। আর এ প্রসিদ্ধি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নামের কারণে হয়েছে। তাঁর (আ.) সাথে আল্লাহ্ তা'লার কৃত অঙ্গীকারের কারণে এটি হয়েছে। আজকাল এ গ্রামে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকজন বাস করছে। আর এখন পৃথিবীর ৪২টি দেশের প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত আছেন। রাশিয়ান প্রতিনিধি আছেন, আরবের প্রতিনিধি, আফ্রিকার মানুষ, ইন্দোনেশিয়া ও দ্বীপরাষ্ট্র থেকে, ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া থেকেও মানুষজন সেখানে উপস্থিত আছেন। সুতরাং এটি আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার পরিপূর্ণতার একটি সৌন্দর্য। একজন মানুষ যিনি ছোট্ট একটি গ্রামে বসবাস করতেন, যেখানে পৌঁছানোর রাস্তাও অনেক দুর্গম ছিল আর কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধাও ছিল না, তিনি দাবি করছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, আমি তোমাকে সম্মানের সাথে খ্যাতি দান করব আর এই অঙ্গীকার চমৎকারভাবে পরিপূর্ণও হচ্ছে। এজন্য পূর্ণ হচ্ছে কেননা আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে চতুর্দশ শতাব্দীতে তাঁর সত্য মসীহ্র আগমনের সংবাদ প্রদান করেছিলেন যেন ধর্ম-জীবনে এক নতুন দিনের সূচনা হয়। সুতরাং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী, যিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুসারে ধর্মীয় সঞ্জীবনী ও প্রচার-প্রসারের পূর্ণতার জন্য আগমন করেছেন। তাই মুসলমানদের তো এজন্য আনন্দিত হওয়া উচিত যে, ইসলামের পুনর্জাগরণের যুগ এসে গেছে আর দুর্বলতা দূর করার সময় এসেছে, ইসলামের তবলীগের যুগ এসেছে কিন্তু নামসর্বস্ব আলেম-ওলামার ব্যক্তিস্বার্থ মুসলমানদের সঠিক পথ অবলম্বনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। কিন্তু এমন একটা সময় আসবে যখন তারা মানতে বাধ্য হবে, বরং এটিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার যে, শেষ সময়ে গিয়ে তারা মান্য করবে। এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে এবং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের আলোকে কিছু কথা উপস্থাপন করব। আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করছি এর সূক্ষ্ম, চমকপ্রদ ও তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার বিভিন্ন পুস্তক ও বক্তৃতায় উপস্থাপন করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেন:

'স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মসীহ্ মাওউদকে এই উম্মতের মধ্যে হতে সৃষ্টি করার প্রয়োজনই বা কী ছিল? এর উত্তর হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে অঙ্গীকার করেছিলেন, মহানবী (সা.) তাঁর প্রাথমিক ও শেষ যুগের অনুপাতে হযরত মূসা (আ.)-এর সদৃশ হয়ে আগমন করবেন। তাই এ সাদৃশ্য এতে তো প্রাথমিক যুগের ছিল, যা মূলত মহানবী (সা.)-এর যুগ ছিল আর অপরটি হচ্ছে শেষ যুগের অবস্থা। সুতরাং প্রাথমিক জীবন দ্বারা সেই যুগ সাব্যস্ত হয়, যেভাবে হযরত মূসা (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা পরিশেষে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনীর ওপর বিজয় দান করেছিলেন, সেভাবেই মহানবী (সা.)-কে পরিশেষে আবু জেহেলের ওপর, যে কিনা সমসাময়িক যুগের ফেরাউন ছিল ও তার সেনাবাহিনীর ওপর বিজয় দান করেছেন আর তাদের সকলকে ধ্বংস করে ইসলামকে আরব উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর খোদা তা'লার ঐশী সাহায্যে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে (সূরা আল মুযাম্মেল: ১৬)

আর শেষ যুগে এ সাদৃশ্য রয়েছে যে, খোদা তা'লা মূসায়ী জাতির শেষভাগে এমন এক নবী প্রেরণ করেছিলেন, যিনি অস্ত্রের জিহাদের বিরোধী ছিলেন আর ধর্মযুদ্ধের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ ছিল না, বরং ক্ষমা ও উদারতা তার শিক্ষা ছিল। যখন বনী ইসরাঈলীদের চারিত্রিক স্খলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল আর তাদের আচার-ব্যবহার নিকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আর তাদের রাজত্ব ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল, তারা রোমান সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে গিয়েছিল, আর তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর তিরোধানের পর ঠিক চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমন করেছিলেন এবং তার মাধ্যমে ইসরাঈলী নবুওয়্যত সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল আর তিনি ইসরাঈলী নবুওয়্যতের শেষ ইট ছিলেন। এমনইভাবে মহানবী (সা.)-এর শেষ যুগে মসীহ্ ইবনে মরিয়মের গুণে গুণান্বিত ও রঙিন হয়ে এ অধমকে আবির্ভূত করেছেন। আর আমার যুগে এসে ধর্ম-যুদ্ধ রহিত করা হয়েছে। যেভাবে পূর্বেই খবর দেওয়া হয়েছিল যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে জিহাদ রহিত করা হবে। এভাবে আমাকেও ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমি এমন এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছি যখন অধিকাংশ মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ইহুদীদের মত শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল আর আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হয়ে শুধু প্রথা ও রীতিনীতি তাদের মাঝে অবশিষ্ট ছিল। আর কুরআন করীমে এ ব্যাপারে পূর্বেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

অপর এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন:

"মসীহ্ মাওউদের ভবিষ্যদ্বাণী কেবল হাদীসেই সীমাবদ্ধ নেই বরং কুরআন করীম অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আগমনকারী মসীহ্র ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছে। যেভাবে তিনি ওয়াদা করেছেন, যে অবস্থা-ব্যবস্থায় ইসরাঈলী জাতির মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেই একই অবস্থা-ব্যবস্থায় মুসলমানদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এ বিষয়টি মসীহ্ মাওউদের আগমনের সুসংবাদ নিজের মাঝে ধারণ করে। কেননা, ইসরাঈলী নবীদের পর খিলাফতের ধারাবাহিকতার ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়, তখন দেখা যায় সেই ধারাবাহিকতা মূসা (আ.)-এর মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছিল, আর এর চৌদ্দশত বছর পর হযরত ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল। আর এ খিলাফতের ধারাবাহিকতার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যায় যে, ইহুদী জাতির মসীহ্ মাওউদ, যার আগমনের সুসংবাদ তাদের প্রদান করা হয়েছিল, তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর চৌদ্দশত বছর পর আগমন করেছেন এবং অসহায় দরিদ্রের অবয়বে প্রকাশিত হয়েছেন, সেই সাদৃশ্যকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যেভাবে কুরআন করীম উভয় মসীহ্'র জন্য বর্ণনা করেছে। যেন মানুষ এটি মানতে বাধ্য হয় যে, মুহাম্মদী সিলসিলার শেষ ভাগে একজন মসীহ্ মাওউদ আগমন করবেন, যেভাবে মূসা (আ.)-এর শেষ যুগে একজন মসীহ্ আগমন করেছিলেন। সাদৃশ্যত পরিপূর্ণতার ভিত্তিতে এটিও জরুরি যে, যেভাবে মূসায়ী সিলসিলার চৌদ্দশত বছর পর মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ইসরাঈলীদের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, একইভাবে ও একই সময়ের ব্যবধানে মুহাম্মদী খিলাফতের মসীহ্ প্রকাশিত হবেন। আর সাদৃশ্যগত পরিপূর্ণতার জন্য এটিও জরুরি যে, যেভাবে ইহুদী ওলামারা মূসায়ী খিলাফতের মসীহ্কে নাউযুবিল্লাহ কাফের, মুলহিদ, আর দাজ্জাল আখ্যা দিয়েছিল, সেভাবেই মুহাম্মদী খিলাফতের মসীহ্কে ইসলাম ধর্মের ওলামারা কাফের, মুলহিদ ও দাজ্জাল আখ্যা দিবে আর সাদৃশ্যগত পরিপূর্ণতার জন্য এটিও জরুরি যে, যেভাবে মূসায়ী খিলাফতের মসীহ্ মাওউদ এমন সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন ইহুদীদের চরিত্রের চূড়ান্ত অধঃপতন হয়েছিল; আর সততা, আমানতদারী, খোদাভীতি ও পবিত্রতা, পারস্পরিক ভালবাসা ও সহমর্মিতার অভাব দেখা যাচ্ছিল আর তাদের রাজ্যের শানশওকত ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল, যেদেশে মূসায়ী মসীহ্ তাদের আহ্বান করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন একইভাবে মুহাম্মদী খিলাফতের মসীহ্ মাওউদ মুসলমানদের একই অবস্থা ব্যবস্থার মাঝে আবির্ভূত হবেন; অর্থাৎ ইসরাঈলী জাতির চরিত্রগত যে অধঃপতন হয়েছিল, মুসলমানদের একই রকম চারিত্রিক অধঃপতনের যুগে মুহাম্মদী খিলাফতের মসীহ্ আগমন করবেন।

মসীহ্ মাওউদের আগমনের যুগ সম্পর্কে কুরআন করীমে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ আছে তা অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন; এ যুগের একটি নিদর্শন হল, যখন পার্থিব জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। কতক আবিষ্কার ও শিল্পকর্মকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। আর সেটি হচ্ছে:

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

(সূরা আল-ইনশিকাক: ৪-৫)

অর্থাৎ এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে এটি তা বের করে দিবে, এবং এটি শূন্য হয়ে যাবে। অর্থাৎ, ভূগর্ভস্থ সমস্ত খনিজ ভাণ্ডার বের হয়ে যাবে। আর এ ভবিষ্যদ্বাণী আমরা পূর্ণ হতে দেখছি। বসতি সম্প্রসারিত হচ্ছে কোন কোন দেশে নির্দিষ্ট খনিজ পদার্থ শেষ হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে:

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

(সূরা তাকভীর: ০৫)

অর্থ: সে সময় উটনী বেকার হয়ে যাবে আর তার কোন ব্যবহার থাকবে না।

এরপর; وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (সূরা তাকভীর: ১১) অর্থ: যখন বই পুস্তক ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হবে। এখানে ছাপাখানা ও ডাকখানার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। শেষ যুগে এর ব্যাপকতা বাড়বে। আর বর্তমানে প্রচার প্রসারের আরও আধুনিক মাধ্যম আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ আমাদের যে জলসা হচ্ছে এটিও এ ভবিষ্যদ্বাণীরই পূর্ণতা। যেমন বর্ণিত আছে;

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

(সূরা তাকভীর: ০৮)

অর্থাৎ সে সময় যখন বিভিন্ন জাতির লোকদের একত্রিত করা হবে। এর মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ, এক জাতির সাথে অন্য জাতির এবং এক দেশের সাথে অন্য দেশের সম্পর্কের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে: শেষ যুগে নতুন নতুন রাস্তা উন্মোচন, এছাড়া ডাক ও দূরালাপনীর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। আর এক জাতি অন্য জাতির সাথে সাক্ষাৎ করবে। দূর-দূরান্তের লোকজনের সাথে মানুষের পরিচিতি বাড়বে। একে অপরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি এর প্রতিফলন। উড়োজাহাজ আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ কাদিয়ানে বিভিন্ন জাতির লোকজন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জলসায় একত্রিত হয়েছেন। এরপর আছে-

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

(সূরা তাকভীর: ০৬)

অর্থ: যখন জন্য জীবজন্তুগুলিকে সমবেত করা হবে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে; বন্য জাতিগোষ্ঠীগুলো সভ্য হয়ে উঠবে আর তাদের মাঝে মানবতা ও শিষ্টাচার তৈরি হবে এবং জাগতিক কৃষ্টি কালচার বরন করে নিবে। আর পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের কারণে বুদ্ধিমান ও অজ্ঞদের মাঝে বাহ্যত কোন পার্থক্য নিরূপণ করা যবে না বরং অসভ্য ও অজ্ঞরা বিজয়ী হবে। এছাড়া তাদের কাছে সম্পদের আধিক্য ও রাষ্ট্র ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকবে। এরপর আছে:

'ওয়া ইজাল বিহারু ফুজজিরাত'

(সূরা ইনফিতার:০৪)

অর্থ: আর যখন নদী বিদীর্ণ করা হবে। অর্থাৎ ভূমিতে নদ-নদী কাটা হবে। আর এর মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব ঘটবে। এরপর -***ওয়া ইজাল জিবালু সুইয়িরাত'***

(সূরা তাকভীর: ০৪)

অর্থাৎ যখন পাহাড় ধ্বংস করা হবে। যেমন রেল গাড়ি চলাচলের জন্য পাহাড় কাটা হচ্ছে।এসব ছাড়াও সাধারণভাবে অন্ধকারের নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (সূরা তাকভীর: ০২) অর্থ: যখন সূর্যকে ঢেকে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ঘোর অন্ধকার, অজ্ঞতা, মূর্খতা, অবাধ্যতা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। আজকাল এটিই হচ্ছে। সবাই পাপাচারে নিমজ্জিত।

'ওয়া ইজান নুজুমুন কাদারাত'

(সূরা তাকভীর: ০৩)

অর্থ: যখন তারকাসমূহ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। অর্থাৎ আলেম-ওলামার নিষ্ঠাবান চরিত্র ধূসরিত হতে থাকবে।

***'ওয়া ইজাল কোয়াকিবুন তাশারাত'* (সূরা ইনফিতার: ০৩)**

অর্থাৎ: যখন তারকা পতন হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ওয়ালা আলেম ওলামা মৃত্যুবরণ করবেন। কেননা এটি তো সম্ভবপর নয় যে, পৃথিবীতে তারকা পতনের পরেও পৃথিবীতে মানুষ বসবাস করবে।

স্মরণ রাখবেন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের ব্যাপারে এমন ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী ইনজিলেও আছে। অর্থাৎ তিনি এমন সময় আগমন করবেন যখন ভূমিতে তারকা পতন হবে। চন্দ্র সূর্য দূরে সরে যাবে। আর এসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে বাহ্যিকভাবে গ্রহণ করা কিয়াসের বিপরীত যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই এটি বিশ্বাস করতে পারবে না যে, বাহ্যতই চন্দ্র-সূর্য দূরে সরে যাবে আর পৃথিবীতে তারকা পতিত হবে; আর এমন মুহূর্তে মসীহ্ মাওউদ পৃথিবীতে আগমন করবেন। বাস্তবতার নিরিখে এটি তো সম্ভবই নয়। বাহ্যিক অর্থে যদি সূর্যের কিরণ শেষ হয়ে যায়, তারকার পতন হয় তাহলে তো কিয়ামতই সংঘটিত হয়ে যাবে। তখন মসীহ্ মাওউদ এসে কী করবেন? আর এমন হলে তো লোকবসতি থাকবে না, তো এমন পরিস্থিতিতে এসে তিনি কাকে পথ প্রদর্শন করেন।

এরপর বলেন: 'ওয়া ইজাস সামাউনন শাক্কাত'

(সূরা ইনশিকাক: ০২)

অর্থ: যখন আকাশ বিদীর্ণ করা হবে। একইভাবে বলা হয়েছে:

'ইজাস সামাউন ফাতারাত'

(সূরা ইনফিতার: ০২)

যখন আকাশের আবরণ তুলে ফেলা হবে। ইঞ্জিলেও হযরত মসীহ্ (আ.)-এর আগমনের ব্যাপারে এ ধরনের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আয়াতগুলোর অর্থ এমন নয় যে, তখন সত্যি সত্যিই আকাশ ফেটে যাবে রবং এর তাৎপর্য হচ্ছে, যেভাবে

ফেটে যাওয়া জিনিস অকার্যকর হয়ে যায়, তেমনই আকাশ তথা উর্ধ্বলোকও অকার্যকর হয়ে যাবে। সেখান থেকে কোন জ্যোতি নির্গত হবে না। এ কারণে পৃথিবী অন্ধকার ও অমানিশায় ছেয়ে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতা শেষ হয়ে যাবে। এটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয় যে, আজকাল পৃথিবীতে কোন আধ্যাত্মিকতা নেই। পুনরায় বর্ণিত হয়েছে:

'ওয়া ইজার রুসুলু উককেতাত'

(সূরা মুরসেলাত: ১২)

(সুরা মুরসালাত: ১২)

অর্থাৎ যখন নির্ধারিত সময়ে রসূলদের আবির্ভূত করা হবে। এ আয়াতটি মূলত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের দিকে ইশারা করা হয়েছে। আর এটি নির্ধারিত বিষয় যে, তিনি নির্দিষ্ট সময়ে আগমন করেছেন। বর্তমান যুগের আলেম-ওলামা মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে অমান্য করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করেন। তারা বলেন: এর অর্থ হচ্ছে কিয়ামত সন্নিকটবর্তী। কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: রসূলগণকে একত্রিত করার অর্থ হচ্ছে মসীহ্ মাওউদের যুগে সকল যুগের সকল রসূলের উম্মতকে একত্রিত করবেন। (তারা এক উম্মতে পরিণত হবেন- অনুবাদক) আর তাঁরা মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব বরণ করবেন। হায়! যদি বুলি সর্বস্ব ঐ আলেমগণ এই রহস্য বুঝতে পারত। যাহোক এ সমস্ত কুরআনের আয়াত এ বিষয়টি স্পষ্ট করে যে, এ যুগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের যুগ।

এরপর তিনি (আ.) মসীহ্ মাওউদের যুগের লক্ষণ প্রকাশ করতে গিয়ে হাদীসের উল্লেখ করেন:- উদাহরণস্বরূপ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সময় নিত্যনতুন বাহন আবিষ্কার হওয়ার কথা হাদীস শরীফ থেকে পাওয়া যায়। তিনি (আ.) বলেন: কিয়ামতের ক্রান্তিলগ্নেও মসীহ্ মাওউদের আগমনের যুগে উটনী বেকার হয়ে যাবে। অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদের আগমনের সাথে সাথে নতুন নতুন যানবাহন আবিষ্কৃত হবে। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে লেখা আছে:

মসীহ্ মাওউদের যুগে উটনী বেকার হয়ে যাবে আর কেউ এর ওপর আরোহণ করবে না। এর মাধ্যমে রেল গাড়ি আবিষ্কারের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা যখন উন্নত ধরনের যানবাহন আবিষ্কার হয়, তখনই পুরোনো বাহন অকেজো হয়ে পড়ে। এ যুগ আমরা অবলোকন করেছি। মক্কা ও মদীনার মাঝেও পূর্বে শুধু সড়ক পথেই যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল আর গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে এর মাঝে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

(সূরা আত-তাকভীর: ০৫) এর অর্থ আমি এমন করেছি কেননা এটি মসীহ্ মাওউদের যুগ। কেননা হাদীসে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে: আর রেলগাড়ি আবিষ্কৃত হওয়ার পর লম্বা সময় অতিবাহিত হয়েছে, যা মূলত মসীহ্ মাওউদের আগমনের নিদর্শন। এজন্য একজন মু'মিন মানতে বাধ্য- হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। চিন্তা করে দেখ, যখন মক্কা-মদীনায় উট পরিত্যক্ত হয়ে রেল আবিষ্কৃত ও চালু হয়েছে তখন এ উন্নতি উক্ত আয়াত ও হাদীস এই সত্যায়ন স্থলে পরিণত হবে। আর আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন এটি শুরু হয়ে গেছে। এটি অবশ্যম্ভাবী। আর সেদিন সবাই বলে উঠবে, আজ সেই ভবিষ্যদ্বাণী মক্কা-মদীনায় রাস্তায় চমৎকারভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। হায় আফসোস! সেই বুলিসর্বস্ব মুসলমানদের, যারা আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণে মহানবী (সা.)-এর বর্ণনাকৃত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হোক- এটি চায় না।

কুরআন ও হাদীস থেকে তিনি (আ.) বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী ও নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। আর সাব্যস্ত করেছেন যে, এই যুগ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের যুগ। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখন করা সম্ভবপর নয়। যাহোক, এ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও নিদর্শন বর্ণনা করার পর তিনি (আ.) বলেন: সেই আগমনকারী মসীহ্ মাওউদ আমিই। যেমন তিনি (আ.) বলেন:

'আমি দৃঢ়ভাবে বলেছি; আমার মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবি এত স্পষ্ট, যা প্রত্যেক দিক হতে দ্যুতি বিচ্ছুরণ করছে। প্রথমত এই বিষয়টিকে দেখ, আমার খোদার পক্ষ থেকে হওয়ার যে দাবি এবং খোদা তা'লার সাথে বাক্যালাপের অভিজ্ঞতা প্রায় ২৭ বছর পুরোনো। অর্থাৎ বারাহীনে আহমদীয়া লেখার পূর্বের যুগ থেকে খোদা তা'লা আমার সাথে এমন ব্যবহার করে আসছেন। এরপর বারাহীনে আহমদীয়া লেখার সময় আমার দাবি লিখিত আকারে এ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেছি। এরপর ২৪ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন যে-কোন বুদ্ধিমান মানুষমাত্রই বুঝাতে পারবে, মিথ্যার দাবির ধারাবাহিকতা এত লম্বা হওয়া সম্ভবপর নয়। আর কোন ব্যক্তি যতই মিথ্যাবাদী হোক না কেন, একটা শিশু জন্ম নিয়ে বা বড় হয়ে সন্তান জন্ম দেওয়ার সময়কাল পর্যন্ত টিকতে পারে না; এর বিপরীতে একথা কোন বুদ্ধিমান মান্য করবে না, এক ব্যক্তি ২৭ বছর যাবৎ খোদা তা'লার প্রতি মিথ্যারোপ করতে থাকে আর প্রত্যেক প্রভাবে নিজের পক্ষ থেকে ভবিষ্যদ্বাণী তৈরি করে খোদা তা'লার প্রতি আরোপ করে, আর প্রতিদিন এই দাবি করে; খোদা তা'লা আমাকে অমুক ইলহামটি করেছেন, আর খোদা তা'লা এমনটি বলেছেন; যা আমার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। যদি খোদা তা'লা জানেন, সে এ সমস্ত কথা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যাস্বরূপ বলছে; না তার ওপর কখনও ইলহাম হয়েছে; আর না খোদা তা'লা তার সাথে বাক্যালাপ করেছে; খোদা তাকে একজন অভিশপ্ত মানুষ বলে অভিহিত করার পরেও প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে চলছেন। অর্থাৎ খোদা তা'লার নাম নিয়ে মিথ্যার পর মিথ্যা বলেই চলেছেন, আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে সাহায্য করেই চলছেন- এটি কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে? আর অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, তার প্রতিষ্ঠিত জামা'তকে উন্নতি দিয়ে যাচ্ছে! আর সেই সমস্ত আপদ বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করেন, যা শত্রু তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে। এটি কি অদ্ভুতও? অসাধারণ বিষয় নয়? আরেকটি দলিল-প্রমাণ আছে যদ্দ্বারা আমার সত্যতা দিবালোকের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়; আর আমার খোদার পক্ষ থেকে হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। সেই যুগে যখন আমাকে কেউ চিনত না, অর্থাৎ বারাহীনে আহমদীয়ার যুগে, যখন আমি নিভৃতে-নির্জনে এই পুস্তকটি রচনা করছিলাম, আর আলেমুল গয়েব খোদা তা'লা ছাড়া কেউ অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিল না, সেই যুগে খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা এই যুগে বারাহীনে আহমদীয়ায় লিখিত আকারে ছাপানো হয়েছে। আজ সারা পৃথিবী থেকে যে-সব মানুষ কাদিয়ানে এসেছেন, আর পৃথিবীব্যাপী যে-সব আহমদী এই জলসা দেখছেন, আর শ্রবণ করছেন, এটি কি আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনের প্রমাণ নয়? মিথ্যা দাবিকারকের ভাগ্যে এতটা খ্যাতি জুটে যে, সারা পৃথিবীতে তার নামের ধ্বনি উচ্চকিত করা হয়। আর ১৩৪ বছর যাবৎ চলমান আহমদীয়া জামা'তের প্রতিটি দিন উন্নতির নতুন নতুন মাইল ফলক স্পর্শ করছে। হে আহমদী বিরোধীরা! কিছুটা তো বিবেক-বুদ্ধি খাটাও।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য সমর্থনের বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

'আমার বিরোধীরা আমার ওপর বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে থাকে, আমি সেসবের কোন পরোয়া করি না। আর যদি আমি তাদের ভয়ে সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত হই তাহলে এটি কঠিন বেঈমানী হবে। আর তাদের নিজেদের চিন্তা করা উচিত, খোদা তা'লা নিজ সন্নিধান থেকে একজনকে অন্তঃদৃষ্টি দান করেছেন, আর তিনি মানুষকে সত্যপথ দেখিয়ে থাকেন আর তাকে আপন বাক্যালাপের মাধ্যমে সম্মানিত করেন, আর শত সহস্র নিদর্শন তার সত্যায়নের জন্য প্রকাশ করেন, তিনি কীভাবে কিছু বিরুদ্ধবাদীর সামান্য বিরোধিতায় পড়ে সেই উজ্জ্বল সূর্য কিরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবেন? আর আমি এটিরও পরোয়া করি না যে, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিরোধীরা আমার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণে ব্যস্ত। কেননা এর মাধ্যমে আমার অলৌকিকতাই প্রমাণিত হয়। যেহেতু আমি অনেক ধরনের দুর্বলতা আমার মাঝে ধারণ করি আর তাদের ভাষ্য মতে, আমি যদি অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল, প্রতারক, হারাম ভক্ষণকারী, খিয়ানতকারী, জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী, ফিতনাবাজ, ফাসেক ও ফাজের হয়ে থাকি, আর খোদার ওপর বিগত ৩০ বছর ধরে মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী, নেক ও পবিত্রচেতা ব্যক্তিদের গাল মন্দকারী, আর আমার অন্তরে পবিত্রতার পরিবর্তে মন্দ, অনিষ্ট ও স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকত আর শুধু মানুষ ঠকানোর জন্য আমি যদি একটি দোকান বানিয়ে থাকি আর নাউযুবিল্লাহ্, তাদের ভাষ্যমতে, খোদা তা'লার প্রতি আমার ঈমান ও না থাকে, আর পৃথিবীতে এমন কোন দোষ-ত্রুটি নেই, যা আমার মাঝে বিদ্যমান নেই অর্থাৎ পৃথিবীর সকল ধরনের দুর্বলতা আমার যদি মাঝে অন্তর্নিহিত থাকে আর প্রত্যেক প্রকার অত্যাচারের বীজ আমার মাঝে নিহিত থাকে, আর অসৎ উপায়ে অনেকের সম্পদ ভক্ষণ করে থাকি, আর যারা নিজেরা নিজেদেরকে ফেরেশতাতুল্য মনে করত তাদেরকে গালি-গালাজ করে থাকি, আর প্রত্যেক প্রকার অনিষ্ঠ ও প্রতারণায় সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করি; তাহলে এর মাঝে কী রহস্য লুক্কায়িত আছে যে, অসৎ, পাপাচারী, প্রতারক মিথ্যাবাদী তো (তাদের ভাষ্যমতে- অনুবাদক) আমি ছিলাম, তাহলে আমার বিপরীতে যে-ই দণ্ডায়মান হয়েছে; সে-ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে; যে-ই মুবাহিলা করেছে, সে-ই পরাজিত হয়েছে, যে-ই আমার জন্য বদ দোয়া করেছে, সে-ই বদ দোয়া তার ওপর নিপতিত হয়েছে। যে-ই আমার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করেছে, সে-ই লাঞ্ছিত হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তো এমন হওয়া উচিত ছিল যে, এ ধরনের মুকাবিলার ক্ষেত্রে আমার পরাজিত হওয়া উচিত

ওয়াকফাতে নও মেয়েদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২৬ এপ্রিল, ২০২৫ হুযুর আনোয়ার (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের ওয়াকেফীনে নও ইজতেমায় প্রদত্ত ভাষণ

(শেষাংশ..)

কাজেই আল্লাহ তা'লার ইবাদতের মাধ্যমে ও তাঁর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মান্য করে তাঁর সাথে বিশ্বস্ততা ও সততার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা-সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন। আপনাদের প্রত্যেকের প্রত্যহ পবিত্র কুরআন পাঠ করা এবং জামা'তের মুদ্রিত অনুবাদ ও তফসির পাঠ করার মাধ্যমে এর গভীর তত্ত্বজ্ঞান অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত। আপনাদের জীবনের প্রতিটি পদে ইসলামের শিক্ষানুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবেন। ধর্মের জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবেন। এ বিষয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর মনোবাসনা ও আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, তাঁর অনুসারীরা যেন মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের (রা.) জীবনাদর্শ অনুসরণ ও নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করে।

ইতিহাস সাক্ষী, মহানবী (সা.)-এর যুগে তাঁর নারী সাহাবীগণ (রা.) তাঁদের ধর্মের জন্য পর্বতপ্রমাণ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। তাঁদের অনেকেই অমানবিক অত্যাচার ও বর্বরতার স্বীকার হয়েছিলেন। কোন কোন মুসলিম নারী ইসলামের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। অধিকন্তু, মহানবী (সা.)-এর বেশ কয়েকজন মহিলা সাহাবী (রা.) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন। নারী হিসেবে তাঁরা অব্যাহতি চান নি, বা নিজেদেরকে ইসলামের সুরক্ষক হিসেবে দুর্বলও ভাবেন নি। বরং তাঁরা (রা.) অনন্যসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিলেন আর ধর্মের জন্য অসাধারণ কুরবানি করেছিলেন। একইভাবে এ যুগেও, পূর্ববর্তী এসব মহীয়সী নারীদের মত, আহমদী নারীরাও শাহাদাত বরণ করেছেন, আর অনেককেই কেবল মাত্র তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে অত্যন্ত অমানবিক ও কষ্টকর এক অবস্থার মাঝে কারাবন্দি করা হয়েছে। কোন কোন আহমদী নারী আমার কাছে চিঠির মাধ্যমে তাদের নৈরাশ্য ও ভীতির কথা জানিয়ে লিখেন, পুরুষরা ত্যাগ স্বীকারের বা শহীদ হওয়ার জন্য অধিক সুযোগ লাভ করে। উত্তরে আমি জামা'তের মর্যাদাপূর্ণ ইতিহাস তাদের সামনে তুলে ধরি, যেখানে লিখিত আছে কীভাবে আহমদী নারীরা অবিচলতার সাথে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি পাকিস্তানে এক আহমদী নারীর বিরুদ্ধে এক অ-আহমদী চরমপন্থি একটি ভিত্তিহীন দোষারোপ করে। এর ফলশ্রুতিতে জামিনে মুক্তি পাওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে মাসের পর মাস কারাভোগ করতে হয়েছে। এই পরিক্ষায় তিনি নিদারুণ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন আর কোনভাবেই তার ঈমানে ফাটল ধরে নি। ওয়াকেফাতে নও হিসেবে আপনাদের এরকম পুণ্যবান দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা উচিত। ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবেন। এজন্যে আল্লাহ তা'লাকে কখনও ভুলে যাবেন না। প্রতিদিন তাঁর সাথে সম্পর্ক আরও গভীর করার চেষ্টা করবেন। পবিত্র কুরআন পাঠ করে আল্লাহ তা'লার শিক্ষা ও আদেশ-নিষেধগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন। কেবল মাত্র তখনই আপনি ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার প্রকৃত মর্ম, মূল্যবোধ ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন। এরপর যখনই আপনি ধর্মের জন্য কোন কুরবানি করার সুযোগ পাবেন, কষ্ট বা কোন ক্ষতি হয়েছে এমনটি মনে হওয়ার পরিবর্তে আপনার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনি আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবেন। ত্যাগ স্বীকার করাকে দুঃখ-কষ্ট মনে না করে এক প্রকার আশিস ও আপনার সৃষ্টিকর্তার আরও বেশি নৈকট্য অর্জনের একটি সুযোগ বলে আপনার মনে হবে।

আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কোন কোন আহমদী আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহ শুনে ঘাবড়ে যান। তবে আপনার যদি ধর্মের গভীর জ্ঞান থাকে, তখন আপনি ঘাবড়াবেন না। বরং আপনার কাছে তখন আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যেকোনো সমালোচনা বা আপত্তি খণ্ডন করার মত বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা থাকবে। কাজেই আপনাদের পবিত্র কুরআন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কর্তৃক রচিত বইপুস্তক পাঠ করা উচিত, যার মাঝে ইতিমধ্যে অনেকগুলোই ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে। কথায় আছে, 'জ্ঞানই শক্তির উৎস', অতএব আপনার ধর্মীয় জ্ঞান থাকলে তা কেবল মাত্র আপনার ঈমানকে সুদৃঢ় করবে এমনটিই নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিহত করতে সাহায্য করবে আর যাদের ঈমান দুর্বল, তাদেরকে আপনি পথ দেখাতে সক্ষম হবেন। যারা জামা'তের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করার ও ফাটল ধরানোর চেষ্টা করে, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আপনি তাদেরকেও রুখে দিতে পারবেন। কাজেই ওয়াকফে নও স্কিমের সদস্যা হিসেবে আপনাদের বোঝা উচিত, আপনারা হলেন একেকজন সৈন্য যারা ইসলামের ন্যায়পরায়ণ সেনাদলে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন।

আক্ষরিক কোন যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য ডাকা হয় নি, বরং আধ্যাত্মিক মাঠে আপনারা নিজেদেরকে কর্তব্য পালনের জন্য উপস্থাপন করেছেন আর আপনাদের দায়িত্ব হল, ইসলামের চমৎকার শিক্ষা ও এর সত্যতা মানবজাতির সামনে তুলে ধরা। অতএব অন্যান্য আহমদীদের চাইতেও আপনাদের আরও বেশি দায়িত্ব হল, একেবারে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চরিত্রের বিরুদ্ধে কালিমা লেপনের চেষ্টাকে প্রতিহত করা। আপনাদের দায়িত্ব হল অগ্রদূত হয়ে ভালবাসা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে মানবজাতির মন জয় করা। এটাই আপনাদের মিশন। এটিই আপনাদের উদ্দেশ্য। এটিই আপনাদের অঙ্গীকার।

স্মরণ রাখবেন, কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা ছাড়া কোন কিছুই অর্জন করা যায় না। কাজেই যেমনটি আমি এখনই বলেছি, কখনই আলস্যের স্বীকারে পরিণত হবেন না। অধিকন্তু আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির গুরুত্ব আমি আবারও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আপনাদের অবশ্যই কুরআন এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বইপুস্তক পাঠ করতে হবে। যুগ খলীফার জুম্মার খুতবা আপনাদেরকে শুনতে হবে এবং তাতে উল্লিখিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। স্মরণ রাখবেন, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, "একজন প্রকৃত মু'মিনের মাঝে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি থেকে থাকে"। এর ফলশ্রুতিতে এরকম মু'মিনগণ তাদের শিক্ষার বিরুদ্ধে উত্থাপিত যেকোনো আপত্তি খণ্ডন করতে পারে। অতএব আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করার মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের চেষ্টা করুন আর পবিত্র কুরআনের জ্ঞান বৃদ্ধি ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) রচিত বইপুস্তক অধ্যয়ন করুন।

আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি যত বৃদ্ধি পাবে, আপনারা স্বাভাবিকভাবেই আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতায় উন্নতি লাভ করবেন আর তখন নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপা, ভালবাসা ও হিতৈষী দৃষ্টি আপনাদের ওপর পড়বে আর আপনারা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেয়ে যান, তবে কোন শত্রু বা বিরুদ্ধবাদী আপনাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না, কোন পরীক্ষা আপনাদের পরাভূত করতে পারবেনা অথবা দুর্বল করে বিপথে পরিচালিত করতে পারবে না। এ কথাগুলো বলা শেষ করে আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি, আমি যা যা বলেছি আল্লাহ যেন আপনাদেরকে সেগুলোর ওপর আমল করার সৌভাগ্য দান করেন এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ দান করেন যারা প্রকৃত অর্থে ইসলামের শিক্ষানুযায়ী নিজেদের জীবন ধারণের চেষ্টা করে।

আপনারা যেন আপনাদের মূল উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হন, অর্থাৎ ইসলামের সেই আধ্যাত্মিক বিজয়ে এক মহীয়সী ভূমিকা পালন করার সৌভাগ্য আল্লাহ আপনাদের দিন, যা একদিন আসবেই ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে এখানে যারা ছোট বয়সের মেয়েরা আছেন, আমি তাদেরকে পড়াশোনা ও শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আপনারা এই মনোবাসনা নিয়ে পড়াশোনায় উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করবেন, ব্যক্তিগত জীবনে সেটি উপকারী হবার পাশাপাশি অন্যদের ও জামা'তের জন্যও সেটি উপকারী সাব্যস্ত হবে। অধিকন্তু ছোট বয়স থেকেই আপনাদের ঈমান দৃঢ় হওয়া চাই আর আপনাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে কখনও ভয় পাবেন না।

পরিশেষে আমি দোয়া করি, ওয়াকেফাতে নওদের প্রতিটি পদক্ষেপ যেন আল্লাহ তা'লার দিকে ধাবিত হওয়ার উদ্দেশ্যে হয়। আপনারা প্রত্যেকে যেন প্রতিনিয়ত তাঁকে স্মরণ করেন ও তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করেন। আল্লাহ তা'লা সর্বদা আপনাদের তাঁর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকার সৌভাগ্য দান করুন, আর ধর্মের সেবা করার আপনারা যে অঙ্গীকার করেছেন সেটি আপনাদের জীবনভর পূরণ করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar Mandal
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 4 Sep 2025 Issue No.36

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ছিল, আমার ওপর বজ্রপাত হতো আর আমার বিরুদ্ধে কারও দণ্ডায়মান হওয়ার প্রয়োজন পড়ত না, কেননা খোদা তা'লা স্বয়ং পাপাচারীর প্রতিপক্ষ হয়ে যান। তাই আল্লাহ্ দোহাই লাগে, চিন্তাভাবনা করে দেখুন, আমার বিরোধিতায় নেক লোক (তাদের ভাষ্য মতে: অনুবাদক) মৃত্যুবরণ করেছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে আর প্রতিটি প্রতিযোগিতায় খোদা তা'লা আমাকে জয়যুক্ত করেছেন? এর মাধ্যমে কী আমার মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় না। তাই এটি কৃতজ্ঞতার সময় কারণ, আমার প্রতি যে-সব অপবাদ আরোপ করা হয়, সেগুলো আমার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে।

অতঃপর ঐশী সাহায্য-সমর্থন প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, আব্দুল হক গজনভী, সানাউল্লাহ অমৃতসরী একবার এক মোবাহালার সময় এক মন্তব্য করে বলেন, আমার ভাই মৃত্যুবরণ করেছেন, আর তার স্ত্রীকে আমি বিয়ে করেছি, এখন সে সন্তান সম্ভবা, এখন সে ছেলে সন্তান প্রসব করবে আর এ বিষয়টিকে মোবাহালার ফলাফল জ্ঞান করা হবে। কিন্তু সেই গর্ভাবস্থার এমন দশা হল যে, কেউ ভূমিষ্ঠ হল না।- এটি মূলত সে (আব্দুল হক গাযনভী) দাবি করেছিল যে এমনটিই হবে। তার মুবাহালার চ্যালেঞ্জ ছিল যে, এমনটি হবে। কিন্তু কেউ ভূমিষ্ঠ হয় নি। কিন্তু এরপর ১৪ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, সে বিফল ও লাঞ্ছনার জীবন অতিবাহিত করছে। এর বিপরীতে উক্ত মুবাহালার পর আমার ঘরে একাধিক ছেলে সন্তান জন্ম নিয়েছে আর লক্ষাধিক মানুষ আমার বয়আত গ্রহণ করেছে। লক্ষাধিক অর্থ এসেছে আর পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। মুবাহালার পর অধিকাংশ শত্রু মৃত্যুবরণ করেছে আর শত সহস্র ঐশী নিদর্শন আমার সমর্থনে প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর তিনি (আ.) আরও বর্ণনা করেন, প্রত্যেকেই সাহিত্যিক মৌলবী গোলাম দস্তগীর কাসোরী সাহেবের পুস্তক খুলে দেখতে পারে, কীভাবে তিনি আমার সাথে মুবাহিলা করেছেন, আর তার পুস্তক 'ফয়েজে রহমানী'-তে বিষয়টি ছাপিয়ে দিয়েছেন। আর এ মুবাহিলা করার অল্প কিছুদিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আর কীভাবে চেরাগদ্বীন জম্মুনী নিজের পক্ষ থেকে মুবাহালার আহ্বান করেন, আর তিনি লিখেন আমাদের মধ্যেকার মিথ্যাবাদীকে আল্লাহ্ তা'লা ধ্বংস করবেন। এর অল্পকিছুদিন পর প্লেগে আক্রান্ত হয়ে, তার দুই ছেলে মৃত্যুবরণ করে।

এ ধরনের নিদর্শন আজও বিদ্যমান আছে। প্রতিদিন জামা'তের উন্নতির ধারাবাহিকতা আমরা অবলোকন করে থাকি। দূর দূরান্তে ভিন্ন ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর লোকজন হেদায়াত লাভ করেছেন। মুসলমানরা খ্রিষ্টান অথবা নাস্তিক হোক না কেন, সর্বস্তরের লোকজন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জানতে পেরেছেন। এরপর তারা জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। কোন কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নের মাধ্যমে, আহমদীয়াতের সত্যতার বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট করেন। এ ধরনের নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে একদিকে আহমদীদের সম্মান বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে অন্যান্যদের নিকট আহমদীয়াতের সত্যতা স্পষ্ট হচ্ছে।

বর্তমান যুগে খোদা তা'লার সাহায্য-সমর্থন নিয়ে যেভাবে আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করছে তার কিছু দৃষ্টান্ত আমি উপস্থাপন করছি।

গিনি বাসাও একটি দেশ; সেখানে আজকাল জলসা হচ্ছে। সেখানকার একজন সদস্য হচ্ছেন ইব্রাহীম সাহেব। একদিন তিনি তার বন্ধুদের সাথে বসে ছিলেন। আর নিকটবর্তী এলাকা থেকে একজন ইমাম সেখানে এলেন এবং এ তিনি জামা'তের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করে দিলেন। এতে ইব্রাহীম সাহেব বলেন: আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য আর যা কিছু আপনি বলছেন, তা একেবারেই ভুল। আহমদীয়া জামা'ত তো আল্লাহ্ তা'লা ও তার রসূলকে মান্যকারী সত্য জামা'ত। আর যে ইমাম মাহদীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) করেছিলেন, তাকে মান্যকারী জামা'ত হচ্ছে আহমদীয়া জামা'ত। আপনি একজন ইমাম হয়ে জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করছেন! এটি আপনার জন্য শোভা পায় না। এতে সেই ইমাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তিনি বলেন: আচ্ছা! আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবেন। আমি মিথ্যা কথা বললে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে শাস্তি দিবেন আর তুমি মিথ্যা কথা বললে তোমাকে শাস্তি দিবেন। এটি বলে তিনি তার গ্রামের পথে পা বাড়ালেন। কিছুক্ষণ পর সংবাদ আসল গ্রামের বাইরে একটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে আর সেই দুর্ঘটনায় তার (ইমামের) পা ভেঙ্গে গেছে। এ সংবাদ প্রচার হলে আহমদী যুবকের সাথে, তার যে বন্ধু বসেছিল সে বলতে শুরু করল, নিশ্চই আহমদীয়াত সত্য জামা'ত। যার নিদর্শন আল্লাহ্ তা'লা আজ আমাকে দেখিয়েছেন। অতঃপর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

এরপর তানজানিয়ার একটি স্থানের নাম নিয়াম সঙ্গো; সেখানে তবলীগ করার ফলে একটি পরিবারের সাথে আমাদের সম্পর্ক হয়। জামা'তের ব্যাপারে তাদেরকে বিস্তারিত জানানো হয়। জামা'তী পত্র-পত্রিকা পড়ার জন্য তাদের দেওয়া হয়েছিল। সেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবিও ছিল। কিছুদিন পর তারা বলল: যুগের ইমামের ছবি দেখে আমরা অসাধারণ প্রশান্তি অনুভব করেছি। এরপর সেই পরিবারের সবাই বয়আত করে আহমদী জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। লক্ষ্য করুন! একদিকে ভারত-পাকিস্তানের উগ্র মুসলমানরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবি পায়ের নিচে রেখে পদদলিত করার চেষ্টা করে, অপরদিকে নেক প্রকৃতির মানুষের জন্য তাঁর (আ.)-এর ছবি প্রশান্তির কারণে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের বিরোধীরা একথা মনে করে, তাদের বিরোধিতার ফলে আহমদীয়াতের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। আর তারা দাবি করে, 'আমরা নাউযুবিল্লাহ আহমদীয়াত নামক ফিতনা পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দেব আর পৃথিবীর কোণায় কোণায় গিয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই করব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিরোধিতার ফলে আহমদীয়াতের সত্যতা প্রকাশ করেন। (বাকি পরের সংখ্যায়..)

****

নুর হাসপাতাল (কাদিয়ান)-এর জন্য একজন সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার চাই

শিক্ষাগত যোগ্যতা / অভিজ্ঞতা

(১) কম্পিউটারে কমপক্ষে **UG/PG** ডিগ্রি থাকতে হবে। (২) আপাতকালীন পরিস্থিতিতে কম্পিউটারের সমস্যা নিজে থেকেই সমাধান করার জন্য **Coding and Syntax+ Semantics** এর জ্ঞান থাকতে হবে। (৩) **Coding and Software Development** এর বিষয়ে অন্ততপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। (৪) প্রত্যাশীর বয়স ত্রিশের অধিক যেন না হয়। (পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতে পারে) (৫) প্রত্যাশীকে শারিরিকভাবে সুস্থ হতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা উন্নত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও ভদ্র, রুগী ও সহকর্মীদের প্রতি সদয় হতে হবে।

জরুরী নির্দেশনা:

(১)ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সমস্ত আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলি বিবেচিত হবে। (২) প্রত্যোশী নিজের আবেদন ফর্ম পূর্ণ করে জেলা আমীর/ স্থানীয় আমীর/ সদর জামাত/ সদর জামাত/ মুবাল্লিগ ইনচার্জ-এর সত্যায়ন ও স্বাক্ষরিত মোহর সহ নীচে দেওয়া ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। (৩) কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউয়ে উত্তীর্ণ হলে প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। (৪) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। (৫) ইন্টারভিউয়ের সময় আসল সার্টিফিকেটগুলি সঙ্গে রাখা আবশ্যক।

(নোট: লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউ -এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।)

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে নিম্নলিখিত নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

Nazarat Deewan, Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian, Gurdaspur, Punjab, Pin-143516

Phone: 01872-501130, Mobile: 9682587713, 988232530, 09682627592 [Email-diwan@qadian.in]

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir